জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১২২ ● ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ৭ আশ্বিন ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 122 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 24 SEPTEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বাতিল বিমান

প্রবল বর্ষণে কর্মস্থলে পৌঁছতে দেরি পাইলট ও বিমান পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের। উড়ানেও দেরি। বাতিল হয়েছে দুই-তিনটি বিমান। তবে বিমানবন্দরের ভিতরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক

চতুর্থীতে নিম্নচাপ

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে শুক্রবার। বাংলার উপকূলের জেলাগুলিতে হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত দক্ষিণের জেলায়

দুর্যোগের জের, সমস্ত সরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা

পথদুর্ঘটনায় এগিয়ে দিল্লি তথ্য প্রকাশ লালবাজারের

রাতভর জেগে, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে দুর্যোগ মোকাবিলায় পথে প্রশাসন

৩৯ বছরের রেকর্ড ভেঙে প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত শহর-শহরতলি

প্রতিবেদন : ৩৯ বছরে এরকম বৃষ্টি-দুর্যোগ দেখেনি কলকাতা। ১৯৭৮-এর পর ১৯৮৬-তে এই ধরনের দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছিলেন কলকাতাবাসী। কিন্তু ২০২৫-এর ২৩ সেপ্টেম্বরের রাত আগামী কয়েক দশক ভুলবে না কলকাতা। সোমবার রাতভর রেকর্ড-ব্রেকিং বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চল। রাজ্য সরকারের তরফে এবং কলকাতা কর্পোরেশন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জল সরানোর কাজ টানা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে চলছে বৃষ্টিও। এই আবহে কার্যত বিনিদ্ররজনী কাটিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে টানা যোগাযোগ রেখে নির্দেশ পাঠিয়েছেন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের কাছে। মঙ্গলবার সকালে এই পরিস্থিতিকে 'অত্যন্ত উদ্বেগজনক' বলে অভিহিত করেছেন (এরপর ১২ পাতায়)

ভোর ৫টা পর্যন্ত শহরের কোথায় কত বৃষ্টিপাত

কামডহরি (গড়িয়া)	৩৩২
যোধপুর পার্ক	২৮৫
কালীঘাট	২৮০.২
তপসিয়া	২৭৫
বালিগঞ্জ	২৬৪
চেতলা	২৬২
মোমিনপুর	২৩৪
চিংড়িঘাটা	২৩৭
পামার বাজার	২১৭
ধাপা	২১২
সিপিটি ক্যানেল	২০৯.৪
উল্টোডাঙা	২০৭
কুঁদঘাট	২০৩.৪
পাগলাডাঙা (ট্যাংরা)	২০১
কুলিয়া (ট্যাংরা)	১৯৬
ঠনঠনিয়া	১৯৫

** হিসেব সব মিলিমিটারে*

কালীঘাটের দফতর। সাংবাদিকদের মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার।

জলে নেমে দুর্যোগ মোকাবিলায় কলকাতার মেয়র।

দুর্ঘটনার দায় সিইএসসির ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা

প্রতিবেদন : আকাশ-ভাঙা বৃষ্টিতে প্রবল দুর্যোগের মধ্যেই কলকাতায় ৮ জন মারা গিয়েছেন। এছাড়া শাসন এবং আমতলায় আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে এদিন। মঙ্গলবার এই তথ্য দিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী কড়া সমালোচনা করেন সিইএসসির। মূলত সিইএসসির খোলা তারের কারণেই এই মৃত্যু। বিকেল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কড়া ভাষায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। স্পষ্ট ভাষায় বলেন, মৃতদের পরিবারকে চাকরি ও অন্তত ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। পাশাপাশি এদিন একহাত নিয়েছেন বিজেপি-সহ সব ক'টি দলকে। বিরোধী দলগুলির নোংরা রাজনীতির মুখোশ খুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে যারা রাজনীতি করে তাদের ধিক্কার। এরপরই তিনি বলেন, সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সিইএসসি-কে অনেকবার বলেছি কলকাতায় ওয়্যারগুলো ঠিক (এরপর ১২ পাতায়)

কালীঘাট। দফতর থেকে জেলার পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী।

আটাত্তরকে হার মানাল এবারের মেঘভাঙা বৃষ্টি

প্রতিবেদন : অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। সাম্প্রতিক অতীতে এমনটা দেখেনি কলকাতা। দেবীপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে শহর কলকাতায় আগমন বর্ষাসুরের। সোমবার রাতের তিন ঘণ্টার বৃষ্টির ভয়াবহতা '৭৮-কেও টেক্কা দেবে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৫০ বছরের ইতিহাসে এই বর্ষণ বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। ১৯৭৮ সালে একদিনে সবথেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছিল ৩৬৯.৪ মিলিমিটার। এদিনও কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ৩৫০ মিলিমিটারের কাছাকাছি বৃষ্টি হয়েছে। '৭৮-এর বন্যায় দীর্ঘক্ষণ ধরে বৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সোমবার রাতে মাত্র তিন ঘণ্টার বৃষ্টি চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে '৭৮-কে। পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৮৬ সালে একদিনে ২৫৯.৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। (এরপর ৯ পাতায়)

নবান্ন-পুরসভার অক্লান্ত পরিশ্রম, দ্রুত নামছে জল

প্রতিবেদন : প্রবল বৃষ্টিতে জেরবার জনজীবন। সোমবার রাতে ৫ ঘণ্টার রেকর্ডভাঙা বৃষ্টিতে সকাল থেকে গোটা শহর বিপর্যস্ত। মঙ্গলবার ভোররাত থেকেই তৎপরতার সঙ্গে দ্রুত বিভিন্ন এলাকায় জমা জল নামানোর কাজ শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা। শহরের বিভিন্ন নিচু ও অত্যন্ত প্লাবনপ্রবণ এলাকার পাশাপাশি যেসব অঞ্চলে কোনওদিনই জল জমেনি, সেখানেও এদিনের বৃষ্টিতে ঢেউ খেলেছে হাঁটু কিংবা কোমর-জল। সকাল থেকে নিকাশি বিভাগের কর্মীরা বিভিন্ন স্টেশন থেকে ও স্থানীয়ভাবে পাম্প চালিয়ে সেই জল বের করেন। পুরসভার কন্ট্রোল রুমে বসে সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিং এবং পুর-কমিশনার ধবল জৈন। আবার বালিগঞ্জে একটি দোকানে আগুন লাগার খবর পেয়ে জলের মধ্যেই সেখানে ছুটে যান মেয়র। বিকেলের দিকে সাংবাদিক বৈঠক করে মহানাগরিক জানিয়েছেন, এটা একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। এর আগে ১৮০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে শহরে। কিন্তু এদিন ৩০০ মিমি'রও বেশি বৃষ্টি হয়েছে। পুরসভা সকাল থেকে পাম্প বসিয়ে জল নামানোর চেষ্টা করেছে। সকালবেলা যে পরিমাণ জল ছিল, সেটা অনেকটাই কমেছে। দু-একটি রাস্তা ছাড়া বেশিরভাগ জায়গা থেকেই জল নেমে গিয়েছে। এখনও কন্ট্রোল রুম থেকে নজরদারি চলছে। (এরপর ৯ পাতায়)

পাম্প চালিয়ে চলছে দ্রুত জল নামানোর কাজ। মঙ্গলবার।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

উৎসারিত

আমি তো আমাতে স্নিগ্ধ
আমি তো আমাতে ব্যাকুল
আমি তো আমাতে আকুলিয়া
রাস্তায় আমি ধূসর।
আমি তো তপ্ত রৌদ্রে দগ্ধ
তীক্ষ্ণ রৌদ্রে রুক্ষ।
আমি তো কুৎসার
কাসুন্দি জলাঞ্জলিতে সৃষ্টি।
আমি তো আমার এত বোঝা!
আগে তো বুঝিনি।
আমাতে তোমার ক্ষোভ
তৃষ্ণার্তর জল জোটেনি।
এত জঘন্য জিঘাংসা
বারুদের থেকেও ভয়ংসলীলা।
সহজে শেষ হবার নয়,
উত্তর খুঁজছি—
আসবেই
উৎসারিত সত্য।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
24 September, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০০৭ এই দিনে ক্রিকেট বিশ্ব পেয়েছিল টি-২০-র প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। বিশ্বকাপ টি-২০-র ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রানে থেমেছিল ভারত। ভারতীয় বোলারদের সামনে লড়াই চালিয়েছিলেন পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানেরা। কিন্তু লক্ষ্যের একটু আগেই থামতে হয় তাঁদের। মাত্র পাঁচ রান বাকি থাকতে অল আউট হয়ে গেল পাকিস্তান। প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপ লেখা থাকল ভারতেরই নামে।

১৮৬১ ভিকাজি রুস্তম কামা (১৮৬১-১৯৩৬) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ভারতীয় বিপ্লববাদের জননী বলা হয়। ১৮৯৬ সালে বোম্বাই এলাকা দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ-আক্রান্ত হলে কামা মেডিক্যাল কলেজের সেবামূলক কাজে যোগ দেন ও নিজেও প্লেগে আক্রান্ত হন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে লন্ডন যান তিনি। সেখানেই বিপ্লবী শ্যামজীকৃষ্ণ বর্মা ও দাদাভাই নৌরোজির সঙ্গে পরিচয়। পরে হোমরুল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। প্যারিসে তিনি প্যারিস ইন্ডিয়া সোসাইটি তৈরি করেন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ অগাস্ট তিনি জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সমাজবাদী সম্মেলন করেন। সেই সম্মেলনে ভারতের তিনরঙা পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের তীব্র সমালোচনা করেন। বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে রুশ বিপ্লবের নেতা লেনিন তাঁকে আমন্ত্রণ জানান তাঁর দেশে আশ্রয় নেওয়ার জন্যে। কামা অবশ্য সেখানে যাননি।

১৯৪০ আরতি সাহা (১৯৪০-১৯৯৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম এশীয় মহিলা এবং ভারতের প্রথম পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত সাঁতারু। ১৯৫৯-এর ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি ইংলিশ চ্যানেল পার হন। ফ্রান্সের ক্যালে থেকে ইংল্যান্ডের ডোভার পৌঁছতে সময় নেন ১৬ ঘণ্টা ২০ মিনিট।

১৯০৭ সুধীররঞ্জন খাস্তগীর (১৯০৭-১৯৭৪) এদিন চট্টগ্রামে জন্ম নেন। শান্তিনিকেতনে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য শিক্ষা। ব্রোঞ্জ, প্লাস্টার ও কংক্রিটে অধিকাংশ ভাস্কর্য রচনা। ভারতের অনেক মিউজিয়াম ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্য সংগৃহীত আছে। আত্মজীবনীর নাম 'মাইসেলফ'। ১৯৫৮-তে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত হন।

১৮৬৯ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯৩৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তির জন্য 'তত্ত্বনিধি' উপাধি পান। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সেকালের কলকাতার চিত্তাকর্ষক বিবরণ-সংবলিত 'কলিকাতার চলাফেরা' তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা।

১৯২৫ গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) এদিন প্রয়াত হন। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী সম্পাদক। তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'পথিক' আধুনিক উপন্যাসের পথিকৃৎ। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে দার্জিলিংয়ে মারা যান।

১৯৫৮ মহুয়া রায়চৌধুরী এদিন (১৯৫৮-১৯৮৬) জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে নৃত্যশিল্পী ছিলেন। ১৯৭৩ সালে তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছায়াছবিতে প্রথম অভিনয় করেন। তার পর থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম নায়িকা। ১৯৮৬ সালে ২২ জুলাই সন্তানের জন্য খাবার গরম করতে গিয়ে অগ্নিদুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

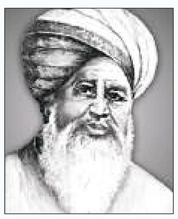

১৮৬০ দুদুমিঞা (১৮১৯-১৮৬০) এদিন প্রয়াত হন। তরুণ বয়সে মক্কা যান। দেশে ফিরে পিতা শরিয়তুল্লা প্রবর্তিত ফরাজি ধর্মমত প্রচারে মন দেন। ফরিদপুরের ফরাজি বিদ্রোহের তিনিই ছিলেন প্রধান নায়ক। ওয়াহবি আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। জনসাধারণের ওপর থেকে করবিলোপ করে শোষক শ্রেণির কাছ থেকে কর আদায় করতেন। জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও দীর্ঘ কারাবাস— এই দুয়ের কারণে শরীর ভেঙে পড়লে তিনি মারা যান।

কর্মসূচি

হুগলি জেলা পরিষদের প্রাণিসম্পদ দফতরের তত্ত্বাবধানে মঙ্গলবার চুঁচুড়ার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রগতিশীল প্রাণিপালকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ শিবিরের একদিনের কর্মশালাতে উপস্থিত কর্মাধ্যক্ষ নির্মাল্য চক্রবর্তী।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫০৫

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. সজ্ঞান অবস্থা, চৈতন্য ৪. অনেকটা, অনেকগুলি ৬. সরস ৭. শৈশব, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব ৯. হিমালয় ১২. বশ্যতা, আনুগত্য ১৩. করোটি ১৪. বসু অভিনেত্রী।

উপর-নিচ : ১. সমিতির বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক ২. ধরাছোঁয়া ৩. অসংখ্য, গুনে শেষ করা যায় না এমন ৫. রসজ্ঞা ৮. সংগীতের মিশ্ররাগবিশেষ ১০. গর্ব, অহংকার ১১. মণিমুক্তাদি বহুমূল্য রত্নাদি ১২. কুমারী।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫০৪ : পাশাপাশি : ১. উজানি ৩. ঘুটঘুটে ৫. তপনতাপন ৭. নগর ৮. দেহজ ১০. প্রত্যক্ষগোচর ১২. দধিসার ১৩. থাকন। **উপর-নিচ:** ১. উজ্জীবন ২. নিম্নতরকক্ষ ৩. ঘুচন ৪. টেটনি৬. তাহাদের কথা ৯. জনার্দন ১০. প্রবাদ ১১. গোবর।

২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৪১৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৪৭৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৯০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৩৫৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৩৫৪৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.১৩	৮৮.২২
ইউরো	১০৭.০৬	১০৪.২৩
পাউন্ড	১২২.৭৬	১১৯.৩৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ইমন চক্রবর্তী

■ প্রসেনজিৎ

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাওড়া তরুণ সমিতির পুজোর উদ্বোধনে অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

বিরোধীদের সপাট জবাব ● কেন্দ্রকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

ফরাক্কায় ড্রেজিং না হওয়াতেই গঙ্গার নিম্ন অববাহিকা টইটম্বুর

প্রতিবেদন : কলকাতায় ৩৯ বছরের মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টি হয়েছে। তারপরও জল জমা নিয়ে জঘন্য রাজনীতির পথে হেঁটেছে বিরোধীরা। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের কুৎসার জবাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেন আদতে কলকাতা শহরের নিকাশি ব্যবস্থা আগের থেকে কতটা উন্নত। তিনি বলেন, যেভাবে লাগাতার টালিনালার ড্রেজিং হয় তার জন্যই কলকাতা শহরের জল এত দ্রুত নেমে যায়। এই ধরনের মেঘভাঙা বৃষ্টি আগে কখনও হয়নি। এর কোনও পূর্বাভাসও ছিল না। তা সত্ত্বেও আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শহরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী। আদতে ফরাক্কায় ড্রেজিং না হওয়ায় যে গঙ্গার নিম্ন অববাহিকা জলে টইটম্বুর, তার উল্লেখ করে কেন্দ্রের অপদার্থতার কথা তুলে ধরেন তিনি।

কলকাতার উত্তরের অংশে অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টি হয়েছে সেখানে বিকাল ৪টের মধ্যে জল নেমে গিয়েছে। মৌলালি, গিরিশ পার্ক এলাকায় জনজীবন স্বাভাবিক হয়েছে। এমনকী যে গড়িয়া এলাকায় সোমবার রাতে সবথেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছিল সেখানেও জল নেমেছে। আর তার জন্য রাজ্য সরকারের তৎপরতাকেই

সাধুবাদ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, আজ যতটা জল বেরোচ্ছে তার থেকে কম বেরোত যদি না ড্রেজিং করা হত।

গঙ্গাতেই এত জল যে, শহরের খালগুলি দিয়ে যে জল গঙ্গায় ফেলা হচ্ছে, তা ফিরে আসছে খালেই, একথা জানিয়েছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কীভাবে সেই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, তা ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগের আঙুল তোলেন কেন্দ্রের দিকেই। তিনি দাবি করেন, ডিভিসি-র একতরফা জল ছাড়ায় রাজ্য এমনিতেই প্লাবিত ছিল, নদী, খাল সব টইটম্বুর ছিল। ফরাক্কা ব্যারেজ দিয়ে আসছে বিহার, উত্তরপ্রদেশের প্রচুর জল। উত্তরপ্রদেশ, বিহারে বিপুল বৃষ্টিতে গঙ্গা এমনিতেই ভরে ছিল। সেখানে ড্রেজিং না হওয়ায় সমস্যা তো ছিলই। কেন কেন্দ্র সরকার ফরাক্কায় ড্রেজিং করে না? তার ওপরে এল এই হঠাৎ বিপুল বৃষ্টি। বাংলায় বর্ষা সামলানোর ক্ষমতা বাংলার আছে। কিন্তু বাইরের দায়িত্বও বাংলাকে নিতে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও যে পরিস্থিতি সামলানো গিয়েছে ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে, তার জন্য লাগাতার ড্রেজিং হওয়াকেই সাধুবাদ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থায় কোনও সমস্যা নেই। কলকাতার ড্রেজিং ব্যবস্থা একদম ঠিক আছে। আমরা টালিনালা থেকে সমস্ত ড্রেজিং করে দিয়েছি। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রকল্প পেয়েছি। তার মধ্যে রাজ্য সরকারেরও টাকা রয়েছে। সেই টাকায় ডিপিআর তৈরি করতে দিয়েছি। দুবছরের মধ্যে আরও কাজ হবে। শুধুমাত্র শহর কলকাতা নয়, হাওড়া ও পার্শ্ববর্তী জেলা শহরগুলির নিকাশির জন্যই উদ্যোগী রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী জানান, হাওড়াতে এর আগে ড্রেজিং হয়নি। ডিপিআর তৈরি করা হচ্ছে হাওড়ারও। এছাড়াও নিম্ন দামোদর অববাহিকায় ৩ হাজার কোটি টাকায় প্রকল্পের কাজ করেছি। প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ পুকুর কেটেছি। যাতে জল ধরে রাখতে পারে। ৫০০ চেক ড্যাম তৈরি করেছি।

চতুর্থীতে নয়া নিম্নচাপ, ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা

প্রতিবেদন: এক বিভীষিকাময় রাত দেখল বাংলা তথা কলকাতা। নিম্নচাপের জেরেই এই বৃষ্টি। তবে আরও একবার এইরকম বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস। চতুর্থীর দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার নতুন করে তৈরি হবে নিম্নচাপ। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ওড়িশা এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থান করছে নিম্নচাপটি। পশ্চিম-মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এই নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে শুক্রবার অর্থাৎ পঞ্চমীতে। প্রভাব থাকবে দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে। ষষ্ঠীতে এটি ওড়িশা এবং অন্ধ্র উপকূলের স্থলভাগে প্রবেশ করবে। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে থাকা নিম্নচাপ আগামী ২৪ ঘণ্টায় ধীরে ধীরে দুর্বল হবে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, অতীতে ১৯৭৮ সাল এবং ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ২৫১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছিল। কলকাতায় রেকর্ড বৃষ্টির কারণ হিসেবে আবহাওয়াবিদরা বলছেন, নিম্নচাপের কারণে এই বৃষ্টিপাত হয়েছে। আজ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।

মেট্রোর কাজের জন্য নিকাশি বন্ধ

প্রতিবেদন : রেকর্ড বৃষ্টিতে নজিরবিহীন বিপর্যয়। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় জমা জলে জরাজীর্ণ জনজীবন। মঙ্গলবার ভোর থেকে সেই জল নামাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুরসভা থেকে প্রশাসন। কিন্তু জল নামতে দেরি হওয়ার কারণ হিসেবে মেট্রো কর্তৃপক্ষকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, মেট্রোর কাজের জন্য দিনের পর দিন বালি, মেটেরিয়ালস পড়ে থাকে। নালা-নর্দমা বন্ধ হয়ে যায়। তাই এর দায় ওদেরও নিতে হবে।

কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে মেট্রো রুট সম্প্রসারণের কাজ চলছে। তাই ঘণ্টাখানেকের ভারী বৃষ্টিতে জল জমার নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৪-৫ মাস ধরে বর্ষা চলছে। আর বর্ষার মধ্যেই এবার পুজো তাড়াতাড়ি এসেছে। তাই মানুষকে একটু সাফার করতে হচ্ছে। আমাকে এনকেডিএ ও হিডকো থেকে বলা হল, তাদের জায়গায় মেট্রোর কাজ হচ্ছে। তাদের জিনিসপত্র পড়ে থেকে থেকে সব নালা-নর্দমা বন্ধ করে যায়। মেট্রো কর্তৃপক্ষকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা দিনের পর দিল পাথর, বালি, সিমেন্ট ফেলে রেখে দেন। বৃষ্টি হলে সেগুলো নালায় ঢুকে জল বেরনোর জায়গা বন্ধ করে দেয়। এর দায়িত্ব তাঁদের নিতে হবে। আপনারা আপনাদের কর্মীদের বলুন, দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে।

ভার্চুয়ালে দুর্যোগহীন জেলায় পুজোর উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : পুজোর মুখেই প্রবল নিম্নচাপে বিরামহীন বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত কলকাতা। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় নির্ধারিত উদ্বোধন কর্মসূচি বাতিল করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলে ভার্চুয়ালে দুর্যোগহীন জেলাগুলিতে পুজোমণ্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি।

মঙ্গলবার ভবানীপুর ৭০ পল্লি, একডালিয়া এভারগ্রিন, সিংহী পার্ক, বালিগঞ্জ কালচারাল, সমাজসেবী, মুদিয়ালি, বাদামতলা আষাঢ় সংঘ-সহ একাধিক পুজো উদ্বোধন করার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। কিন্তু, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে সেই সব কর্মসূচি বাতিল করেন তিনি। দিনভর দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশাসনকে নেতৃত্ব দেন। বিকেলে দুর্যোগহীন জেলায় ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কলকাতার পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এখানে উদ্বোধন বাতিল করেছি। তবে জেলার পুজো উদ্যোক্তারা অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের বঞ্চিত করতে পারি না। তাই ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের আয়োজন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন তিনি। স্ক্রিনে প্রদর্শিত হয় প্যান্ডেল ও মাতৃমূর্তির ছবি এবং ভিডিও। মণ্ডপসজ্জা ও প্রতিমার প্রশংসাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। শারদ শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, দুর্যোগের মধ্যেও মায়ের আহ্বান করতে হবে। মা-ই সংকট কাটিয়ে দেবেন। যদি কোনও সমস্যা হয়, নবান্নের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করবেন। পাশাপাশি, এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

করুণা রইল

বৃষ্টির তাণ্ডবে স্তব্ধ শহরতলি কলকাতা। ২২ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল পর্যন্ত যে বৃষ্টি হয়েছে তা সাতের দশক থেকে যদি বিচার করা হয় তাহলে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ১৯৭৮ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছিল ৩৬৯.৬ মিলিমিটার। এরপর ১৯৮৬ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছিল ২৬৯.৫ মিলিমিটার। আর এবার ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টির পরিমাণ ২৫১.৪ মিলিমিটার। ২০০৭ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছিল ১৭৪.৪ মিলিমিটার। অর্থাৎ অলটাইম রেকর্ডের তালিকায় সোম থেকে মঙ্গলবারের বৃষ্টি। সব মাসের নিরিখে সর্বোচ্চ বৃষ্টির তালিকায় ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখটি ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন, কী জন্য, তার ব্যাখ্যা দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবু নির্লজ্জের মতো বিরোধী দলগুলি বৃষ্টি নিয়েও রাজনীতিতে নেমেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি যে কতটা দেউলিয়া, তা এই ঘটনাতেই পরিষ্কার। এদের বিকল্প কোনও রাজনীতি নেই। শুধু অপেক্ষা করে থাকে প্রতিপক্ষকে কীভাবে নানা অছিলায় বিদ্ধ করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কোনও সারবত্তা থাকে না। এই দেউলিয়া রাজনীতির কারণেই শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের চাইতে বিরোধী দলগুলি কয়েক ক্রোশ পিছিয়ে পড়েছে। প্রবল বৃষ্টিতে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের জন্য রইল সমবেদনা। তৃণমূল কংগ্রেস এই মানুষগুলোর পাশে ছিল, থাকবেও। আর গদ্দার অধিকারীর মতো যাদের আস্তাকুঁড়ের দিকে নজর তাদেরকে বলি, আপনাদের জন্য করুণা রইল।

e-mail থেকে চিঠি

এ তো ভারি আজব কথা!

জিএসটির নতুন কর কাঠামো নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যতই বড়াই করুন না কেন, দেশবাসীর সুরাহার পিছনে বাংলার লড়াই। সোমবার থেকে কার্যকর হয়েছে জিএসটির নতুন কর ব্যবস্থা। এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা চলছে দেদার। বিজেপির তরফে নরেন্দ্র মোদির সাফল্য তুলে ধরে প্রচার করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছে, ‘কমল জিএসটি, হল সাশ্রয়, ধন্যবাদ মোদি সরকার।’ এখন ক্রেডিট নিচ্ছেন আর আত্মনির্ভরতার কথা বলছেন। কিন্তু আমরাই প্রথম বিষয়টিকে তুলে ধরেছিলাম। এটা কেন্দ্রের কৃতিত্ব নয়, রাজ্যের জন্যই হয়েছে। সাধারণ মানুষ আজ সুরাহা পাচ্ছেন আমাদের জন্যই। কেন্দ্রের সরকার শুধু প্রচার করছে কিন্তু রাজ্যের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না। নতুন জিএসটি ব্যবস্থায় ২০ হাজার কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। তার উপর কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের প্রাপ্য আছে ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু এই ২০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি আমরা মেনে নিয়েছি রাজ্যের মানুষের জন্য। তাঁরা ভালো থাকুন। বাংলাই মডেল। বাংলার কল্যাণ হলে দেশের কল্যাণ। বাংলা ছাড়া দেশ চলে না। প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন জিএসটি বাঁচাও উৎসব। তাহলে যেদিন থেকে জিএসটি কার্যকর হয়েছে, সেদিন থেকে এতদিন কি জিএসটি লুট উৎসব চলছিল? চাপে পড়েছে বলেই জিএসটি কমাতে বাধ্য হয়েছেন মোদি। ২৪০টি লোকসভা আসনে নেমেছে বিজেপি। তাই জিএসটি কমিয়েছে। বিজেপি হারলে ট্যাক্স কমবে। বিজেপি জিতলে ট্যাক্স বাড়বে, আজ এটা প্রমাণিত। তাই দেশে বিজেপি শূন্য হলে জিএসটিও শূন্য হবে! ইডি, সিবিআইয়ের যে ভূমিকা সামনে এসেছে তাতে তাদের নিরপেক্ষ বলা যাচ্ছে না। বিজেপি কোনও নেতা গেলেই সাত খুন মাফ হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে বিরোধী দলের নেতাদের হেনস্তা করছে বিজেপি। আসলে বিজেপির কাছে আছে দুটি ‘ই’— একদিকে ‘ইডি’ আর একদিকে ‘ইসিআই’ (ভারতের নির্বাচন কমিশন)। সেখানে আমাদের কাছে মা-মাটি-মানুষ। তাই অভিষেকের চ্যালেঞ্জ, ই-স্কোয়ার বনাম এম-কিউব। বিজেপি ক্ষমতা থাকলে রুখে দেখাক।

— সায়নী অধিকারী, কায়স্থপাড়া, হালতু, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

নির্লজ্জ মোদির আত্মপ্রচারের ঢক্কানিনাদ

জিএসটি-র হার কমার কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রীর বলে প্রচার করতে শুরু করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। মোদি নিজেও তাতে ভুল কিছু দেখছেন না! কিন্তু ঘটনা হল, এই অভিন্ন পণ্য পরিষেবা কর কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিএসটি কাউন্সিল। এই কাউন্সিলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছাড়াও রয়েছেন সব রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। বস্তুত নিজেদের বিপুল রাজস্ব ঘাটতি হবে জেনেও প্রতিটি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী একযোগে এই সিদ্ধান্তে সহমত হয়েছেন। সত্যিটা তুলে ধরছেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

পুজোর সময় ঢাক বাজে। প্রতি বছরই। কিন্তু এবার কেন জানি না মনে হচ্ছে, সেই আওয়াজকে ছাপিয়ে যাবে আত্মপ্রচারের ঢক্কানিনাদ।

নিজের ‘কৃতিত্ব’ দাবি করার ক্ষেত্রে কে এগিয়ে, তা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে একটি অলিখিত প্রতিযোগিতা হতেই পারে। কিন্তু এই প্রশ্নে ট্রাম্পকে যে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তেও নারাজ মোদি, তা নিয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই। সোমবার থেকে গোটা দেশে জিএসটির নতুন হার কার্যকর হতে শুরু করেছে। বিভিন্ন পণ্যে এর পুরো সুবিধা এখনই মিলবে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। তবে জিনিসপত্রের দাম কমলে সাধারণ মানুষ যে খুশি ও উপকৃত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু জিএসটি হার কমার কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রীর বলে প্রচার করতে শুরু করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। মোদি নিজেও তাতে ভুল কিছু দেখছেন না! কিন্তু ঘটনা হল, এই অভিন্ন পণ্য পরিষেবা কর কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিএসটি কাউন্সিল। এই কাউন্সিলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছাড়াও রয়েছেন সব রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। বস্তুত নিজেদের বিপুল রাজস্ব ঘাটতি হবে জেনেও প্রতিটি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী একযোগে এই সিদ্ধান্তে সহমত হয়েছেন। রাজ্যের তরফে আপত্তি উঠলে জিএসটির এই সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হত কেন্দ্রের। তাই এর কৃতিত্ব যৌথভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির, মোদি বা কেন্দ্রের একার নয়। তাছাড়া ২০১৭-তে চালু জিএসটিকে ‘গব্বর সিং’ ট্যাক্স বলে কটাক্ষ করে বহু আগে থেকে তা সংশোধনের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্যবিমা-কর মকুব করার জন্য প্রথম দাবি তুলেছিলেন। সুতরাং জিএসটি হার কমানোর কৃতিত্বের দাবি করে প্রধানমন্ত্রী যে সস্তার রাজনীতি করছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

দেবীপক্ষ শুরুর প্রথম দিন থেকে চালু নতুন ব্যবস্থাকে জিএসটি সাশ্রয় উৎসব বলে বর্ণনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘এ হল আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে এক বড় পদক্ষেপ।’ দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর বার্তা, স্বদেশি পণ্য কিনুন। ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ পণ্য কেনাবেচায় জোর দেন তিনি। রাজ্যগুলিকে স্বদেশি পণ্য উৎপাদনে গতি আনার জন্য জোর দিতে বলেন তিনি। মোদির বক্তৃতায় বিদেশি পণ্য বর্জনের সরাসরি ডাক ছিল না ঠিকই, কিন্তু বিদেশি পণ্যের উপর নির্ভরতা কমাতে বলেন তিনি। একটা দেশকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আত্মনির্ভর হতে গেলে দেশি পণ্যের উৎপাদন, কেনাবেচা ও ব্যবহার যে বাড়াতে হবে, পরনির্ভরতা কমাতে হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখতে পারলে দেশবাসী খুশি হতেন। কিন্তু এখানেই মোদি ‘দ্বিচারিতা’ করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, আত্মনির্ভরতা, স্বদেশি পণ্যের কথা বলে প্রধানমন্ত্রী বিমা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ছাড়পত্র দিয়েছেন। প্রতিরক্ষা, খনিজ সম্পদের মতো ক্ষেত্রগুলি বিদেশি সংস্থার জন্য হাট করে খুলে দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, মোদির ‘স্বদেশি’ বক্তব্যের মধ্যে আবেগ, রাজনীতির কৌশল থাকলেও তা বর্তমান ভারতের প্রেক্ষিতে আদৌ বাস্তবসম্মত নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় স্বদেশিরা দিয়েছিলেন ভারতীয় মর্যাদা ও জীবিকা রক্ষার জন্য বিদেশি পণ্য বর্জনের ডাক। তার পিছনে ছিল স্বাধীনতার জন্য ত্যাগের মহৎ উদ্দেশ্য। এখন এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে যেখানে মাউসের এক ক্লিকে ঘরের দরজায় আধুনিক ও উন্নতমানের যে কোনও পণ্য এসে হাজির, সেখানে তাকে পাল্লা দেওয়ার মতো কোনও পরিকাঠামোই ভারতের এখন নেই। তাই মুখে কেবল স্বদেশি আবেগ বা দেশপ্রেম দিয়ে ভোক্তাদের পছন্দকে প্রভাবিত করা যাবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে, প্রতিযোগিতায় লড়তে গেলে শক্ত জমি তৈরি করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী সেই মূল বিষয়কে আড়াল করে ‘আত্মনির্ভর ভারত’, স্বদেশি পণ্য ব্যবহারের কথা বলে হাততালি পেতে চাইছেন! তাতে চিঁড়ে ভিজবে না।

কথায় আছে, আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও। প্রধানমন্ত্রী হওয়া-ইস্তক মোদির নামীদামি ব্র্যান্ডের বহুমূল্যের পোশাক, বরাবর আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর ‘ফ্যাশন স্টেটমেন্ট’ বিশ্বের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমের নিয়মিত চর্চার বিষয়। তবু তাঁর 5মধ্যে স্বদেশি গন্ধ রয়েছে। কিন্তু মোদির পছন্দের তালিকায় একগুচ্ছ বিদেশি পণ্যের ছড়াছড়ি! বিদেশি বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের ব্যবহার তাঁর নিত্য-অভ্যাস! যেমন ঘড়ি। মোদির প্রিয় ব্র্যান্ড সুইজারল্যান্ডের বিশ্বখ্যাত মুভাডো ঘড়ি। তাঁর বিশেষ পছন্দ জার্মান সংস্থার তৈরি মঁ ব্ল ফাউন্টেন পেন। আবার ইতালির নামজাদা ব্র্যান্ড বুলগারির চশমা পরেন তিনি। একবার সূর্যগ্রহণের সময় মে ব্যাক সানগ্লাস পরতে দেখা যায় তাঁকে। এর সব ক’টিরই মূল্য লাখের ঘরে। মুখে স্বদেশি পণ্য ব্যবহারের বার্তা দিয়ে লাক্সারি বিদেশি ব্র্যান্ডের উপর নির্ভরতাও এক ধরনের ‘দ্বিচারিতা’ বলে মনে করেন অনেকে। হতে পারে, আমেরিকার ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর পাল্টা কৌশল হিসেবে স্বদেশি পণ্যের ব্যবহারের প্রচার করে প্রধানমন্ত্রী বিদেশনীতির কিছু ব্যর্থতা বা দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেটা করতে হলেও নিজের ঘর থেকেই কাজটা শুরু করা উচিত। মোদিজি কি তা করতে রাজি আছেন? মনে তো হয় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি জরুরি তথ্য। ঘোষণা হয়েছিল আড়াই সপ্তাহ আগেই। প্রচারের ঝংকারেও কোনও খামতি রাখেনি কেন্দ্র। জিএসটির নয়া হারে দাম কমবে নিত্যপণ্যের, এমন প্রচারের ব্যাটন নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এগুলো আমরা সবাই জানি। আম জনতার আবেগে শান দিতে মোদিজি সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন দেবীপক্ষ ও নবরাত্রির উৎসবকেও। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে দেশ জুড়ে জিএসটির হার কমার সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল ক্রেতাদের। সেই সুবিধা মিলল কি? বাজার ঘুরলেই বোঝা যাচ্ছে, খুচরো পণ্যে জিএসটির সুরাহা এখনও পাচ্ছেন না ক্রেতারা। তবে স্বস্তি ছিল পাইকারি কেনাকাটায়। নয়া হারে জিএসটির বিল নেওয়ার ক্ষেত্রেও জিইয়ে রইল প্রযুক্তির ঝঞ্ঝাট। বড় বড় ভাষণ দেওয়ার আগে মোদি এদিকে নজর দিন, প্লিজ।

হাওড়ার পেঁড়ো নেতাজি সংঘের পুজোর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। মণ্ডপে উপস্থিত বিধায়ক সমীর পাঁজা

প্রবল বৃষ্টিতে ব্যাপক যানজট, ব্যাহত বিমান, মেট্রো থেকে রেল পরিষেবা

প্রতিবেদন : সোমবার রাতভর কয়েক ঘণ্টার নজিরবিহীন বৃষ্টি। বৃষ্টিতে জলমগ্ন শহরের রাস্তাঘাট। বাড়ি, আবাসনের ভিতরে জল। জলে ডুবেছে রেল লাইনও। কলকাতা বিমানবন্দরেও বৃষ্টির প্রভাব। ব্যাহত বিমান পরিষেবা। রেল লাইন ডুবে গিয়ে শিয়ালদহ ও হাওড়া ডিভিশনে বাতিল হয়েছে একাধিক ট্রেন। ব্যাহত রেল পরিষেবা। সাময়িক ভাবে বন্ধ হলেও ফের চালু হয়েছে মেট্রো পরিষেবা। অবশ্য বন্ধ রয়েছে চক্ররেল। সড়কপথে বিপুল যানজট। সবমিলিয়ে নিতান্ত প্রয়োজনে যাঁরা বেরিয়েছেন, তাঁদের নাজেহাল অবস্থা। শহরের একাধিক রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় যান চলাচল বিপর্যস্ত। অনেক গাড়ি মাঝপথে জল ঢুকে খারাপ হয়ে যায়। তাতে যানজট আরও বেড়েছে। হাওড়াতেও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বাস খুবই কম চলছে। গাড়ির গতিও কম।

কলকাতা বিমানবন্দরে সকাল থেকে একাধিক উড়ান সময়ে উড়তে পারেনি। কর্মীরাও জলের কারণে এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে নাজেহাল। বিশেষ করে পাইলট ও বিমানকর্মীরা আসতে না পারায় তিনটি বিমান বাতিল করা হয়েছে। বিমান পরিষেবায় তার বড় প্রভাব পড়েছে।

পুনে থেকে কলকাতাগামী একটি বিমানকে ভুবনেশ্বরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিনের শেষের হিসেব বলছে, প্রায় ৩০টি বিমান দেরিতে ছেড়েছে।

শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণভাবে সকালেই বন্ধ হয়। বারুইপুর স্টেশন থেকে সকাল ৫.০৮ মিনিটে একটি আপ শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ছাড়লেও তারপর থেকে আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ। নামখানা, লক্ষ্মীকান্তপুর, ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং ও বজবজ লাইনের রেল যাত্রীরা মাঝপথে আটকে যান। অন্যদিকে, টিকিয়াপাড়া কারশেডে জল জমেছে। রেল লাইনে জল জমায় বিপর্যস্ত ট্রেন চলাচল। দূরপাল্লার ট্রেনগুলি হাওড়া স্টেশনে ঢুকতে পারছে না। বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড় করানো হয়েছে। হাওড়া-পুরী এবং হাওড়া-এনজেপি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস-সহ একাধিক ট্রেন হাওড়া থেকে নির্ধারিত সময়ে ছাড়েনি। এই ডিভিশনে লোকাল ট্রেন পরিষেবাও ব্যাহত। কোনওক্রমে দু'একটি লোকাল ট্রেনকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। শালিমার স্টেশনে সিগন্যাল সিস্টেম খারাপ হয়ে গিয়েছে। সেখানেও পরিষেবা ব্যাহত। আপাতত সিগন্যাল সারানোর কাজ চলছে। আজকের মতো বাতিল করা হয়েছে আপ হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-জঙ্গিপুর এক্সপ্রেস। হাওড়া-রাঁচি শতাব্দী, গণদেবতা, ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস ছাড়েনি। হাওড়া-মশাগ্রাম, হাওড়া-ব্যান্ডেল, হাওড়া-তারকেশ্বর, হাওড়া-হরিপালগামী একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল। বহু লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন আটকে রয়েছে বিভিন্ন স্টেশনে। এছাড়া চিৎপুর রেল ইয়ার্ড ও লাইনে জল জমে যাওয়ায় চক্ররেলও বন্ধ হয়ে যায়।

সাতসকালে টানেলে জল জমে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় মেট্রো পরিষেবাও। মেট্রোর তরফে জানানো হয়, যাত্রী-নিরাপত্তার স্বার্থে পরিষেবা বন্ধ আছে। এরপর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পাম্প বসিয়ে টানেল থেকে জল বের করা হয়। তারপর সকাল সাড়ে এগারোটার পর দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান এবং ওদিকে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে সূর্য সেন পর্যন্ত পরিষেবা চালু হয়। তবে পুরো রুটে ট্রেন চলেনি। বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়। কিন্তু ট্রেন কম থাকায় ছিল প্রচণ্ড ভিড়। অনেকেই উঠতে পারেননি। টোকেন ফেরত নিলেও ভাড়া কিন্তু ফেরত দেয়নি মেট্রো। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ হন যাত্রীদের একাংশ। তবে গ্রিন, ইয়েলো ও পার্পল লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, স্কুলে ছুটি ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

প্রতিবেদন : প্রবল দুর্যোগ কলকাতা জুড়ে। এই দুর্যোগে নির্ধারিত সময়ের আগেই স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতোই শিক্ষা দফতর নির্ধারিত সময়ের আগেই সরকারি স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছুটির কথা ঘোষণা করল। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে ছুটির কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সিবিএসই এবং আইসিএসই বোর্ডের স্কুলগুলিকেও অন্তত দু'দিন ছুটি দেওয়ার অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর ছুটির ঘোষণা করার প্রস্তাবের পরেই স্কুল শিক্ষা দফতর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানায়, গত রাতে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং আবহাওয়া দফতরের আগামী দু'দিনের পূর্বাভাস অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সরকারি এবং সরকার পোষিত সব ধরনের স্কুল (পাহাড়ি এলাকা বাদ দিয়ে) বন্ধ থাকবে ২৪ সেপ্টেম্বর, বুধবার এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।

এক্স হ্যান্ডেলে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু লেখেন, এক অভূতপূর্ব দুর্যোগের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উপদেশে এই দুর্যোগে ছাত্রছাত্রীদের স্বস্তি দিতে এবং দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে আগামী কাল এবং পরশু, অর্থাৎ ২৪ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। এই দুর্যোগের সময় সমস্ত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের অনুরোধ রইল তাঁরা বাড়ি থেকেই যেন নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলি করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে যেহেতু সরকারিভাবে পুজোর ছুটি পড়ছে, তাই কার্যত কাল থেকেই দুর্গাপুজোর ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে।

এদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলবারের সব পরীক্ষা স্থগিত করে দেওয়া হয়। একাধিক বেসরকারি স্কুলের পরীক্ষাও স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে এদিন। বন্ধ করা হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও।

■ বৃষ্টি উপেক্ষা করে ৯১ নং ওয়ার্ডে পরিস্থিতি দেখছেন মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সকালে।

■ যোধপুর পার্ক, লেক গার্ডেন্স ও রহিম ওস্তাগরে প্রবল বৃষ্টিতে জমা জল সরাতে মঙ্গলবার দিনভর ব্যস্ত ছিলেন কাউন্সিলর মৌসুমী দাস। সঙ্গে ছিলেন পুরসভার নিকাশি বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার ও পুরকর্মীরা।

■ সল্টলেকের একে ব্লকে ৩৮তম সর্বজনীন দুর্গাপুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী-সহ আধিকারিকরা।

দুর্যোগ মোকাবিলায় নেতা-নেত্রী ও কর্মীরা নেমে পড়লেন রাস্তায়

প্রতিবেদন : এক রাতেই রেকর্ড বৃষ্টি। গত ৩৯ বছরেও এরকম বিপর্যয় দেখেনি শহর কলকাতা। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। পাশে রয়েছে তৃণমূল নেতৃত্বও। সকাল থেকে যেমন রাস্তায় রয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, তেমনই মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ, কাউন্সিলর মৌসুমি দাস-সহ অন্যান্য নেতা-নেত্রীরাও সকাল থেকেই পথে নেমেছেন। মানিকতলা, সুকিয়া স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট— এইসব অঞ্চলে বরাবরই বর্ষায় জল জমে। পুরসভা তৎপর হওয়ায় দ্রুত জল নামছে।

এর মধ্যেই আজ দ্বিতীয়া। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। স্থানীয় ক্লাব রামমোহন সম্মিলনীর মণ্ডপ শিল্পীরা এসেছেন মেদিনীপুর থেকে। এই বিপর্যয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন কুণাল ঘোষ-সহ স্থানীয় মানুষ।

■ বৃষ্টিতে ব্যাহত কাজ। মণ্ডপশিল্পীদের পাশে দাঁড়ালেন কুণাল ঘোষ।

পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা কুণাল ঘোষ। কিন্তু এই বৃষ্টিতে যেমন মণ্ডপের ক্ষতি হচ্ছে, তেমনই একইসঙ্গে শিল্পীদের থাকা-খাওয়ার ও চূড়ান্ত সমস্যা। সকাল থেকে রাস্তায় হাঁটুজলে নেমে পরিস্থিতি তদারক করলেন কুণাল। সঙ্গে ছিলেন ক্লাব-সদস্যরাও। এলাকার বাড়িতে বাড়িতে বেশি করে তৈরি হল খিচুড়ি। তাই দেওয়া হচ্ছে শিল্পীদের। একই সঙ্গে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শুধু নিজের পাড়ার পুজোই নয়, আশপাশের যে মণ্ডপগুলি আছে সেখানেও হাঁটুজল ভেঙে পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখেন কুণাল। খবর নিলেন নিচু বাড়িতে, একতলায় থাকা মানুষজনেদের। সমস্যায়-পড়া রিকশাচালকদেরও পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি।

হাওড়ার শানপুর মিতালি সংঘের কালীপুজো উপলক্ষে খুঁটিপুজোয় পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী

নয়া রেকর্ড, 'আমাদের সমাধানে' পদার্পণ দু'কোটির বেশি মানুষের

প্রতিবেদন : দু'মাসের মধ্যেই রেকর্ড গড়ল রাজ্য সরকারের 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, গত ২ অগাস্ট থেকে রাজ্যজুড়ে চালু হওয়া এই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই আয়োজিত হয়েছে ২৬ হাজারের বেশি শিবির। আজ পর্যন্ত ওই শিবিরগুলিতে পদার্পণ করেছেন ২ কোটি ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার মানুষ। নভেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলার কথা থাকলেও, মানুষের সাড়া দেখে প্রয়োজনে শিবিরের সংখ্যা ও সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

সরকারি পরিষেবা প্রদানের পদ্ধতিতে ভিন্ন ধারণা তৈরি করতেই এই কর্মসূচি শুরু করেছে রাজ্য। মূল ভাবনা— বুথস্তরে সাধারণ মানুষ সরাসরি তাঁদের সমস্যার কথা জানাবেন প্রশাসনকে। প্রতিটি বুথের ছোটখাটো সমস্যা চিহ্নিত করে সেই বুথে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। ফলে পাড়ার স্তরেই সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের মোট ৮০ হাজার বুথের এক-চতুর্থাংশে শিবির সম্পন্ন হয়েছে। শুধু সমস্যা শোনাই নয়, সমাধানের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। যেসব বুথের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খরচ নির্ধারিত সীমার মধ্যে রয়েছে, সেখানে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে টাকা পাঠানো শুরু করেছে রাজ্য। সরকারি হিসেবে, গোটা কর্মসূচির জন্য খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা।

প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, সরকার চাইছে ডিসেম্বর-জানুয়ারির মধ্যে চিহ্নিত সমস্যাগুলির কাজ শেষ করতে। সেই মতোই জেলাভিত্তিক টাকা বরাদ্দের প্রক্রিয়া এগোচ্ছে। ১০ লক্ষ টাকার অঙ্কে বুথস্তরে মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট কার্যকর পদক্ষেপ। গ্রামে ছোট সেতু নির্মাণ বা সংস্কার, রাস্তা মেরামত, টিউবওয়েল বসানো বা নতুন রাস্তা তৈরির মতো কাজ করা যাচ্ছে এই টাকায়। প্রতিটি শিবিরে উপস্থিত থাকছেন সরকারি আধিকারিকরা। মানুষের সমস্যার কথা শোনার পর তাঁরা শংসাপত্র দিচ্ছেন, যা প্রকল্পে সরকারি সিলমোহর হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

প্রশাসনের পাশাপাশি শাসক দলও সংগঠনগতভাবে সক্রিয় রয়েছে এই কর্মসূচিতে। পঞ্চায়েত ও পুরসভা স্তরে তৃণমূলের আধিপত্য থাকায়, শিবিরে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে সুবিধা হচ্ছে। বিধানসভা ভোটের আগে নবান্ন চায় এই বার্তা পৌঁছে দিতে যে, সরকার শুধু শোনাই নয়, সরাসরি মানুষের সমস্যার সমাধান করছে।

■ মঙ্গলবার নদিয়ার চাপড়ার আলফা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭১, ৭২ ও ৭৩ নং বুথের মানুষদের নিয়ে ডোমজুড় হাইস্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত হল আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক রুকবানুর রহমান, সভাধিপতি তারান্নাম সুলতানা মীর-সহ সরকারি আধিকারিক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। উপভোক্তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

■ যুবনেতা কৈলাস মিশ্রের উদ্যোগে উৎসবের উপহার-এর দ্বিতীয়দিনে বালি কেন্দ্রের ১২ থেকে ২৫ নং ওয়ার্ড এবং ২৫ থেকে ৩১ নং ওয়ার্ডে উৎসবের উপহার বিতরণ। মঙ্গলবার।

'৭৮-এর স্মৃতি উসকে বাংলার ইতিহাসে ভয়ঙ্করতম বন্যা

প্রতিবেদন : পুজোর মুখে রেকর্ডভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতা। মাত্র ৫ ঘণ্টায় প্রায় ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টি! তবে এদিনের বৃষ্টি-বন্যা অনেকাংশেই উসকে দিচ্ছে ১৯৭৮ সালে দুর্বিষহ বন্যা-বিভীষিকার স্মৃতি। সেবছর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ সাক্ষী ছিল এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের। ইতিহাস বলছে, ২৪ ঘণ্টায় সেবার একটানা প্রায় ৩৬৯.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল কলকাতায়। জলস্রোতে ডুবে গিয়েছিল রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি। সমস্ত প্রধান রাস্তাগুলিতে ছিল ২-৩ ফুটেরও বেশি জল। ট্রাম-বাস ডুবে অচল, স্তব্ধ লোকাল ট্রেন। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল প্রায় গোটা শহর। বন্দরে নোঙর করা জাহাজগুলিরও ঝড়-বৃষ্টিতে হাবুডুবু দশা। রাজ্যের শিল্পাঞ্চলেও সেই বন্যার তীব্র প্রভাব পড়ে। ডুবে যায় দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট, বার্নপুরের আইআইএসসিও কারখানা ও পার্শ্ববর্তী কয়লাখনি। বাঁধভাঙা বৃষ্টিতে একসঙ্গে ফুঁসে ওঠে দামোদরের পাঁচটি উপনদী। ১৫-২০ ফুটের প্রবল জলোচ্ছ্বাস ভাসিয়ে দেয় নদী-পাড়ের বিস্তীর্ণ জনপদ। সরকারি হিসেবে রাজ্যে নিহতের সংখ্যায় কারচুপি হলেও শুধু মেদিনীপুরেই প্রায় ১৫,০০০ মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল বলে অনুমান। গোটা রাজ্যে এক কোটিরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। লক্ষাধিক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েন। হাহাকার-আর্তনাদে কেঁপে ওঠে গ্রামবাংলা। জল নামতে শুরু করলে চারদিকে শুরু হয় কলেরা, টাইফয়েড ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব। সেই ভয়াবহ বন্যার স্মৃতি আজও বাঙালির কাছে গা ছমছমে এক অধ্যায়। কারণ, ১৯৭৮ সালের বন্যা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়। তা ছিল মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের ইতিহাস।

চিকিৎসা পরিষেবার মুকুটে নয়া পালক

রাজ্যে প্রথম সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএমে রোবোটিক সার্জারি

সৌমালী বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজ্যে সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার মুকুটে নয়া পালক। এবার পূর্ব ভারতের মধ্যে প্রথম সরকারি হাসপাতাল হিসেবে এসএসকেএমে সফলভাবে শেষ হল রোবোটিক সার্জারি। মঙ্গলবার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কর্তব্যে অবিচল থেকে অধ্যাপক-চিকিৎসক দীপ্তেন্দ্র সরকার ও সহকারি অধ্যাপক-চিকিৎসক ডাঃ সিরাজ আহমেদ যৌথভাবে এসএসকেএমে রোবোটিক সার্জারির মাধ্যমে এক রোগীর পিত্তথলির পাথর বের করলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পূর্ব ভারতের প্রথম সরকারি হাসপাতাল হিসেবে এসএসকেএমে রোবোটিক সার্জারি চালুর ব্যবস্থা করা হয়। এসএসকেএমের নতুন বহির্বিভাগ ভবনের ৫ তলার অপারেশন থিয়েটারে বসানো হয়েছিল রোবট। এদিনে সেখানেই মেদিনীপুরের বাসিন্দা এক মহিলার রোবোটিক সার্জারির মাধ্যমে অপারেশন করা হয়। এই জন্যে চিকিৎসক, নার্স, ওটি অ্যাসিস্ট্যান্টদের নিয়ে ৮ জনের একটি দল গড়া হয়। নেতৃত্বে ছিলেন দুই চিকিৎসক ডাঃ দীপ্তেন্দ্র সরকার ও ডাঃ সিরাজ আহমেদ। তাঁরা বলছেন, এতে সামান্য কাটাছেঁড়া, ন্যূনতম রক্তপাত ও নিখুঁতভাবে অপারেশন করা সম্ভব হয়। এই পরিষেবা এতদিন পূর্ব ভারতে বেসরকারি হাসপাতালেই মিলত। এখন থেকে এসএসকেএমেও সম্পূর্ণ নিখরচায় চালু হয়ে গেল রোবোটিক সার্জারি। পূর্ব ভারতের মধ্যে এসএসকেএমেই প্রথম সরকারি হাসপাতাল হিসেবে রোবোটিক সার্জারি চালু হল। এদিন যে অস্ত্রোপচার হল বেসরকারি হাসপাতালে তা করতে ৩ লক্ষ টাকা খরচ হত। এসএসকেএমে তা নিখরচায় হল। বুধবারই রোগী বাড়ি ফিরে যাবে। দ্রুত স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে পারবে। যেকোনও জটিল রোগ রোবোটিক সার্জারির মাধ্যমে খুব সহজেই নিরাময় করা সম্ভব। সে কারণেই যন্ত্রমানব নিয়ন্ত্রিত এই অপারেশন ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এসএসকেএমে রোবোটিক সার্জারি শুরু হওয়ায় খুশি রোগীর পরিজনরাও। তাঁরা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই এটা সম্ভব হল।

দুর্যোগেও বিরোধীদের কুৎসা, ধুয়ে দিল তৃণমূল

প্রতিবেদন : রেকর্ডভাঙা বৃষ্টি কলকাতায়। নিম্নচাপ-কাঁটায় সোমবার রাতের অস্বাভাবিক বৃষ্টিতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই জলমগ্ন শহরের বিস্তীর্ণ অংশ। তবে সারাদিন ধরে পুরসভা ও প্রশাসনের তরফে দ্রুত সেই জল নামানোর চেষ্টা চলেছে। দু-একটি জায়গা ছাড়া বেশিরভাগ এলাকা থেকেই জল নেমে গিয়েছে অনেকটাই। কিন্তু বাম, বিজেপি-সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই অস্বাভাবিক দুর্যোগেও শহরে জমা জল নিয়েও কুৎসা-অপপ্রচার চালাচ্ছে। যার দোসর হয়েছে কুৎসাকারী কিছু ইউটিউবার ও মিডিয়ার একাংশ। বিরোধীদের সেই কুৎসা উড়িয়ে দিল তৃণমূল। দলের সাফ কথা, কলকাতার মতো রেকর্ড বৃষ্টি না হয়েও দিল্লি, মুম্বই, আমেদাবাদ, সুরাটের মতো শহরগুলিতে বিজেপি সরকারের অপদার্থতায় ইদানিংকালে যে জলযন্ত্রণার ছবি সংবাদমাধ্যমে একাধিকবার উঠে এসেছে, তা নিয়ে কি বলবেন বিজেপির নেতারা?

সোমবার কলকাতায় প্রায় ৫০ বছরের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বাধিক, গড়ে ২৫০ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে গড়িয়া এলাকায়, ৩৩২ মিলিমিটার! কিন্তু বিজেপির আমলে আমেদাবাদ, সুরাটে মাত্র ১০০-১২০ মিলিমিটার বৃষ্টিতেই বারবার মানুষকে চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হতে হয়। আর বাম আমলের বাংলায়? তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ কুৎসাকারী বাম-অতিবামদেরও তোপ দেগে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, বাম সরকারের সময় ঘনঘন জল জমত। ব্যাঙে হাঁচলেও জল, দু-চারদিন জল জমে থাকত বহুস্থানে। তখনও আমরা সমালোচনা করতাম, সঙ্গে একইভাবে কার্যক্ষেত্রে পাশে থাকতাম। পাড়া, এলাকাবাসী আমাদের সেইভাবেই দেখে এসেছেন। তাই আছি, থাকব। মানুষ পার্থক্যটা জানেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বানারহাটের চা-বাগান থেকে উদ্ধার ১২ ফুটের অজগর। শ্রমিকরা দেখে বন দফতরে খবর দেন। সাপটিকে উদ্ধার করেন বনকর্মীরা

মাকে খুনে যাবজ্জীবন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মা-কে নৃশংসভাবে খুন করেছিল ছেলে। দু'বছরের দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে অবশেষে মেলে বিচার। জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক মঙ্গলবার দোষী বিজয় পান্নার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানার সাজা ঘোষণা করেন। ২০২৩ সালের ৩০ মে চা-বাগানে ঘটে রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড। দোষীর ভাই সুনি পান্না থানায় লিখিত অভিযোগ করেন, তাঁর বড় ভাই বিজয় পান্না ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁদের মা-কে হত্যা করেছে। বানারহাট থানার এসআই বিনোদ সুব্বা দায়িত্ব নেন তদন্তের। খুব অল্প সময়েই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। পরবর্তীতে আদালতে চার্জশিট জমা দিয়ে দ্রুত বিচারের দাবি জানানো হয়। দীর্ঘ শুনানি, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও আইনি লড়াই শেষে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক বিজয় পান্না-কে দোষী সাব্যস্ত করেন। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এসআই বিনোদ সুব্বার দক্ষ তদন্ত ও প্রসিকিউশনের নিরলস প্রচেষ্টায় মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে।

বজ্রপাতে মৃত ১

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ওদলাবাড়ি চা-বাগানের বাবুজোত এলাকায় বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক কিশোরের। জখম তিন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে ধানখেত পাহারা দিতে গিয়ে। বর্তমানে ধানগাছে শিষ এসেছে। এই সময় হাতির দল প্রায়ই ধান নষ্ট করে দেয়। সেই হাতির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য গ্রামবাসীরা রাত জেগে পাহারা দেন। সোমবার রাতেও কয়েকজন যুবক-কিশোর ধানখেতে পাহারা দিতে গিয়েছিলেন। তখনই বাজ পড়ে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ধানের শিষ এলে হাতির দল খেয়ে নষ্ট করে দেয়। তাই কৃষকদের বাধ্য হয়ে রাতে পাহারা দিতে হয়। সেই পাহারার মধ্যেই ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

■ **দুর্গাপুজো কার্নিভালের প্রস্তুতি বৈঠক হল কর্ণজোড়ায়। মঙ্গলবার জেলাশাসকের দফতরে এই বৈঠকে ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, পুরপ্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস প্রমুখ।**

পালানোর ছক ব্যর্থ

■ ধৃত ব্যক্তিকে হাসপাতালে মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। বাথরুমে ঢুকে পালানোর ছক করে, তবে ভেস্তে দিয়েছে পুলিশ। ধরা পড়েছে সে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এদিন সন্ধ্যায় ওই ধৃত ব্যক্তিকে হাসপাতালে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। আর সেই সময়েই ঘটল তুলকালাম কাণ্ড।

অমানবিক রেল, পুজোর আগে উচ্ছেদের নোটিশ ব্যবসায়ীদের

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: দীর্ঘদিন ধরে আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে বাজার এলাকায় দোকান খুলে ব্যবসা করে আসছেন বহু ব্যবসায়ী। তাঁদের মধ্যে একটা অংশের ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে খাজানা আদায় করত রেল দফতর। যদিও ২০২৩-এর পর থেকে খাজানা আদায় করা বন্ধ রেখেছে রেল দফতর। রেলের ভাষায়, বহু ব্যবসায়ী রেল বাজারে অবৈধ ভাবে রেলের জয়গা দখল করে ব্যবসা করছেন। সে সমস্ত ব্যবসায়ীদের এবার উচ্ছেদের নোটিশ ধরাল রেল দফতর। পুজোর মুখে নোটিশ পেয়ে বিপাকে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। এরপর তাঁরা দ্বারস্থ হন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের। মঙ্গলবার রেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে ওই নোটিশের বিষয়ে বৈঠক করেন তিনি। সংগঠনগত ভাবে ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত নেন যে, যাঁরা নোটিশ পেয়েছেন তাঁরা সকলেই এক সঙ্গে গণস্বাক্ষর করে স্মারকলিপি প্রদান করবেন রেল দফতরে। ব্যবসায়ীরা জানান, তাঁরা রেলের জায়গার খাজনা দিতে প্রস্তুত। রেল তাঁদের জমির ওপর খাজনা আদায় করে তাঁদের শান্তিতে ব্যবসা করতে দিক। পুজোর মুখে উচ্ছেদের নোটিশে ঘুম উড়ে গেছে প্রায় দেড়শো ব্যবসায়ীর। যদিও চেষ্টা করেও এই বিষয়ে রেল দফতরের তর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

■ **বিপদে পড়া ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।**

ইংরেজবাজারের ১৯০ কমিটিকে অনুদান

সংবাদদাতা, মালদহ: দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে মালদহ টাউন হলে অনুষ্ঠিত হল সরকারি অনুদান বিতরণ অনুষ্ঠান। ইংরেজবাজার থানা ও মালদহ জেলা পুলিশের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি অনুমোদিত পুজো উদ্যোক্তা ক্লাবের হাতে তুলে দেওয়া হল সরকারি সহায়তা। ইংরেজবাজার শহরের ১৯০টি ক্লাব এদিন সরকারি আর্থিক অনুদান পেয়েছে। মোট ২০০টি দুর্গাপুজোয় এই সহায়তা পৌঁছবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং, ডিএসপি (ডিএনটি) লিবাং তামাং, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা, থানার আইসি বাপন দাস সহ বিভিন্ন কাউন্সিলর ও ক্লাব প্রতিনিধিরা। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, দুর্গাপুজা বাঙালির প্রাণের উৎসব। শুধু ক্লাব নয়, মহিলাদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণে আজ পুজো আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে রাজ্যের ক্লাবগুলিকে এক লক্ষ দশ হাজার টাকার অনুদানও দেওয়া হচ্ছে। পুজোর আগে এই অর্থ সহায়তা পেয়ে ক্লাব উদ্যোক্তারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, সরকারি অনুদান পুজোর প্রস্তুতিতে বড় সহায়ক হবে এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ আরও বাড়াবে। এই অনুদান উৎসবের আনন্দে নতুন মাত্রা যোগ করেছে গোটা শহরে।

বৃষ্টি নেই

শিলিগুড়ি-রায়গঞ্জে রেকর্ড গড়ল তাপমাত্রা

সংবাদদাতা শিলিগুড়ি ও রায়গঞ্জ: মঙ্গলবার কলকাতা সহ আশেপাশের জেলায় প্রবল বৃষ্টি। এদিকে উত্তরের জেলাগুলি গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। সমতলের শিলিগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরের তাপমাত্রা অতিরিক্ত। শনিবার থেকে অস্বস্তিকর গরম শহর শিলিগুড়ি-সহ জলপাইগুড়িতে। আশ্বিনের গরমে হাঁসফাঁস করছে শিলিগুড়ি সহ দার্জিলিংয়ের পাহাড়ও। আবহাওয়াবিদদের মতে ঘূর্ণাবর্তের জেরে উত্তরবঙ্গের আকাশে প্রথম পরিমাণ জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় অস্বস্তিকর গরমে শিলিগুড়ি সহ

উত্তরের বেশ কিছু জেলা। সোমবার রাতে কিছুটা বৃষ্টি হলেও গরমে হাঁসফাঁস করছে শিলিগুড়িবাসী। মঙ্গলবার বেলা বাড়লে শিলিগুড়ির তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি পার করে তবে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ থাকলেও দুপুরের পর থেকে আকাশে কালো মেঘের ছায়া, পুজোর আগে আবহাওয়ার এমন পরিবর্তনে চিন্তায় শহরবাসী। দক্ষিণের সঙ্গে উত্তরের ছবির আকাশপাতাল তফাত। আপাতত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আবহাওয়া সংক্রান্ত কোনও সতর্কতা নেই বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে দুপুর পর্যন্ত প্রখর রোদ। তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি। রোদের প্রখরতায় রাস্তায় বের হতে নাজেহাল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় দুর্গার আরাধনা

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের প্রত্যন্ত ঝাড়আলতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে এবারের দুর্গাপুজো এক অনন্য দৃষ্টান্ত। প্রায় ৩০০ জন মহিলা একজোট হয়ে আয়োজন করছেন মহামায়া সর্বজনীন মহিলা পরিচালিত দুর্গাপুজো। এ বছর ১৩ বছরে পা দিল এই আয়োজন, তবে এবারের বিশেষত্ব অন্য জায়গায়। গ্রামের মহিলারা তাঁদের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে পাওয়া জমানো টাকা দিয়ে পুজোর খরচ মেটাচ্ছেন। শুরু থেকে পুজোর যাবতীয় দায়িত্ব সামলাচ্ছেন মহিলারাই। প্রতিমা, মণ্ডপসজ্জা, ভোগ রান্না, অতিথি আপ্যায়ন সবই হচ্ছে নারীর হাত ধরে। পুজো উদ্যোক্তারা জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করেছে। আর সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই এসেছে এই উদ্যোগ। পুজোর থিমেও থাকছে মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের ছবি। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য যেন উৎসবের আবহকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। মাঠ জুড়ে কাশফুল, আকাশে তুলোর মতো মেঘ আর পুকুরে ভাসছে পদ্মফুল, এ যেন প্রকৃতির হাতে আঁকা বিশাল আলপনা। সারা বাংলার থিম পুজোর ভিড়ে এই মহিলা পরিচালিত পুজো এক ভিন্ন বার্তা দিচ্ছে নারীশক্তিই সমাজের আসল দিশারী। ঝাড়আলতা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সোনাবালা রায় বলেন, আমরা গর্বিত, কারণ মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর জমানো টাকায় আমাদের গ্রামের মহিলারাই দুর্গাপুজো আয়োজন করছে। মা দুর্গা যেমন নারীশক্তির প্রতীক, তেমনই এই পুজোও নারীশক্তির দৃষ্টান্ত। পুজো উদ্যোক্তা অঞ্জলি রায় বলেন, আমাদের কাছে এই পুজো শুধুই ধর্মীয় আয়োজন নয়, মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্পের সুফলকে সামনে তুলে ধরার সুযোগও বটে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প যে শুধু পরিবারের অর্থনৈতিক ভরসা নয়, মহিলাদের আত্মবিশ্বাস ও সমাজে নেতৃত্ব দেওয়ার শক্তি জুগিয়েছে ঝাড়আলতার এই মহামায়া পুজো তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

■ **ধূপগুড়ি ঝাড়আলতার ৩০০ মহিলা পুজোর উদ্যোক্তা।**

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
24 September, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

মহিলা সংঘের নির্বাচনে জয়ের পর তৃণমূলের মহিলা প্রার্থীরা।

কাঁথিতে মহিলা সংঘের নির্বাচনে তৃণমূলের জয়

সংবাদদাতা, কাঁথি : কাঁথিতে মহিলা সংঘের নির্বাচনে জয়ী হল তৃণমূল। মঙ্গলবার কাঁথি ১ ব্লকের বাদলপুর সাথী প্রাথমিক বহুমুখী মহিলা সংঘ সমবায় সমিতির ১৩ আসনে প্রতিনিধি নির্বাচন ছিল। তৃণমূল ৯টি আসনে জয়ী হয়েছেন। বাকি চারটি আসন পায় বিরোধীরা। এই নির্বাচনে জয়ের পর তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। জানা গিয়েছে, কাঁথি ১ ব্লকের ৮টি অঞ্চলের মধ্যে ৬টি অঞ্চলেই সংঘ নির্বাচনে জয়ী হয় তৃণমূল। তৃণমূলের এই বিপুল সাফল্যে ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুনীত পট্টনায়েক বলেন, আমাদের নেত্রী মহিলাদের জন্য যেভাবে উন্নয়ন করেছেন তাতে বাংলার মহিলারা সব নির্বাচনেই তৃণমূলকে ঢেলে আশীর্বাদ করছেন। এই নির্বাচনেও তার হাতেনাতে প্রমাণ মিলেছে।

জঙ্গলমহলে পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জেলায় আপাতত বৃষ্টির ভ্রূকুটি নেই। তাই জঙ্গলমহল জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে দুর্গোৎসবের আবহ। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন ব্লকের বেশ কয়েকটি পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর মধ্যে অন্যতম সাঁকরাইল ব্লকের কেশিয়াপাতা সর্বজনীন দুর্গাপুজো। এবার এদের ৪২তম বর্ষ। জেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, ঝাড়গ্রামের ডিএসপি সব্যসাচী ঘোষ, বিডিও রোহন ঘোষ, সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা, সাঁকরাইল থানার ওসি নীলমাধব দোলাই, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিরবাহা সরেন টুডু, জেলার আরটিএ বোর্ডের সদস্য অনুপ মাহাত, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাত প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা।

পাড়া শিবিরে বিভিন্ন পরিষেবা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুর ২ ব্লকের ১৮ নং ওয়ার্ডে শালবাগান অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার হল আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবির। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে শিবিরে নানা সরকরি দফতরের শিবির, যেখানে সরাসরি সমস্যার সমাধান এবং পরিষেবার সুযোগ মিলেছে। আমাদের কর্মসূচি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছনোয় স্থানীয় বাসিন্দারা মানুষ বিভিন্ন রকম সরকারি সুবিধা ও পরিষেবা পাচ্ছেন এক ছাদের নীচে।

বিজেপির অপবাদের জবাব দিয়ে সফল জেলা পুলিশ

নবদ্বীপে খুনের ঘটনায় বীরভূম থেকে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

সংবাদদাতা, নদিয়া : ফের জেলা পুলিশ সাফল্য পেল নবদ্বীপে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন পিটিয়ে খুনের ঘটনায়। মূল অভিযুক্তকে বীরভূম জেলা থেকে গ্রেফতারে সক্ষম হল নবদ্বীপ থানার পুলিশ। বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে নবদ্বীপে বাড়িতে ঢুকে সঞ্জয় ভৌমিককে বেধড়ক মারধর করে খুন করার অভিযোগ ওঠে এলাকার কিছু যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তরা ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল। এরপরই নবদ্বীপ থানার পুলিশ অভিযুক্তদের পাকড়াও করতে স্পেশাল টিম গঠন করে। বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশির পর অন্যতম অভিযুক্ত অরিন্দম মণ্ডলকে বীরভূমের সাঁইথিয়া থেকে গ্রেফতার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে আদালতে তোলার পর তার দশদিনের পুলিশি হেফাজত

অভিযুক্ত অরিন্দম মণ্ডল।

দেন বিচারক। সম্প্রতি বিজেপির পক্ষ থেকে জনসভা করে এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার আওয়াজ তোলা হয়েছিল। কিন্তু এই গ্রেফতারি প্রমাণ করল জেলা পুলিশ সঠিকভাবেই তদন্ত করছে এবং পলাতক অভিযুক্তকে দূরের জেলা থেকে খুঁজে গ্রেফতারও করেছে।

ব্যাঙ্কের গ্রাহক সেবাকেন্দ্রে ডাকাতির চেষ্টা, পুলিশের জালে ২ কুখ্যাত ডাকাত

সংবাদদাতা, কেশিয়াড়ি : পূর্ব মেদিনীপুরে দুঃসাহসিক ডাকাতির পর মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ির খাজরাতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের গ্রাহক সেবাকেন্দ্রে ডাকাতির চেষ্টার সময় দুজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলল পুলিশ। ব্যাঙ্কের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে টাকা জমা দেওয়ার নামে ঢুকে পড়ে দুই হিন্দিভাষী দুষ্কৃতী। হিন্দিতে

ধাওয়া করে দু'জনকে ধরে ফেলেন এলাকাবাসী। খবর যায় কেশিয়াড়ি থানায়। আইসি বিশ্বজিৎ হালদারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'জনকে কেশিয়াড়ি থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরে ডাকাতির পরে পুলিশ বিভিন্ন ডাকাতিতে যুক্ত চার অপরাধীর

অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর কথা তারা বলে কেন্দ্রের পরিচালককে। সন্দেহ হলে গোপনে তিনি ওই এলাকায় উপস্থিত এক সিভিক পুলিশকে ফোন করে বিষয়টি জানান। ওই সিভিক এসে ব্যাঙ্কের গেট লাগানোর চেষ্টা করলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দু'জন। পেছনে সন্ধান চালাচ্ছিল। তাদের মধ্যে কেশিয়াড়িতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল দু'জন। বাকি দু'জনের সন্ধান চালাচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। পাশাপাশি সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরে ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে ধৃতেরা যুক্ত কি না তারও সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

ঘাটালে প্লাবিত ২৭০০ মানুষকে বস্ত্র প্রশাসনের

সংবাদদাতা, ঘাটাল : ঘাটালের প্লাবিত দুর্গত ২৭০০ মানুষকে পুজোর আগে নতুন বস্ত্র তুলে দিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। ঘাটাল বিদ্যাসাগর হাইস্কুলে এই বস্ত্র বিতরণে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি তথা পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি, ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস-সহ সহ জেলা, মহকুমা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকেরা। রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এই নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

ডেবরায় পুজো অনুদানের চেক

সংবাদদাতা, ডেবরা : মঙ্গলবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা অডিটোরিয়ামে ব্লকের সরকারি নথিভুক্ত পুজো কমিটিগুলিকে রাজ্যের তরফে পুজো সরকারি অনুদানের চেক তুলে দেওয়ার এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবীর, ডেবরার এসডিপিও দেবাশিস রায়, ওসি প্রণয় রায়, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া-সহ অন্যরা। ডেবরা ব্লকের ৭৬টি পুজো কমিটিকে অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়।

দুর্গাপুরে দিঘার জগন্নাথধামের আদলে মণ্ডপ

থাকছেন ইসকনের সন্ন্যাসীরাও

অনির্বাণ কর্মকার • দুর্গাপুর

দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথধাম এবার দর্শন করা যাবে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলেই। দুর্গাপুরেও তৈরি হচ্ছে দিঘার আদলে জগন্নাথধাম মণ্ডপ। মন্দির দর্শনের পাশাপাশি দর্শনার্থীরা জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদও পেয়ে যাবেন। হাজির থাকবেন ইসকন মন্দিরের সন্ন্যাসী ও ভক্তের দল। মণ্ডপটি গড়ে তুলছে দুর্গাপুরের শংকরপুর সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি। তাদের পুজোর এই বছরের থিম দিঘার জগন্নাথ মন্দির। এবার এই পুজোর ২৬তম বর্ষ। পুজো কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে সাধারণভাবে পুজো হত এলাকায়। গত বছর

রজতজয়ন্তী বর্ষে থিম পুজোর শুরু। এই বছরেও দর্শকদের নতুন কিছু উপহার দেওয়ার তাগিদে দিঘার জগন্নাথধামের আদলে পুজোমণ্ডপ তৈরির চিন্তাভাবনা নেন উদ্যোক্তারা। দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথধাম মানুষের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করায় এ বছর তাঁদের মণ্ডপটিও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এবং সেরার সেরা হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী পুজো উদ্যোক্তারা। পাশাপাশি দুর্গাপুর ইসকন মন্দিরের প্রভু-সহ ভক্তরা হাজির থেকে মণ্ডপের পরিবেশ মনোরম করে তুলতে সাহায্য করবেন। তাই আকর্ষণীয় এই মণ্ডপ দেখতে শিল্পশহরে ভিড় জমাবেন দর্শনার্থীরা।

বাঁকুড়া শহরের বিভিন্ন দোকানে হানা দিয়ে প্রায় ৮০ হাজার টাকার আতশবাজি ও চকোলেট বোমা উদ্ধার করে দোকান মালিকদের বিরুদ্ধে পুলিশ নিল আইনি ব্যবস্থা। ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়

৭০০ দুঃস্থ মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে মানবিক পুলিশ দিল পুজোর উপহার

ফেরাল সাইবার ক্রাইমে উধাও টাকা, হারানো ফোন

সংবাদদাতা, আসানসোল : শুধু প্রতিমাতে নয়, মা দুর্গা রয়েছেন প্রতি মায়ের মধ্যেই। আর সেই বার্তা দিয়েই দুঃস্থ পরিবারের প্রায় ৭০০ মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে দুর্গাপুজোর আগে তাঁদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়ার কর্মসূচি নিল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীন কোক ওভেন থানা। থানার আধিকারিক মইনুল হকের উদ্যোগে। একই সঙ্গে পুলিশের ফিরে পাওয়া কর্মসূচিতে হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া ৫০টি মোবাইল ফোন তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। ফেরানো হল সাইবার ক্রাইম প্রতারণায় খোয়া যাওয়া লক্ষাধিক টাকাও। সেই সঙ্গে নতুন ৪টি পুজো কমিটিকে চেক তুলে দেওয়া হল এই অনুষ্ঠানে। মঙ্গলবার শ্রেয়শ্রী লজে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন ডিসি পূর্ব অভিষেক গুপ্তা, এসিপি দুর্গাপুর সুবীর রায় ছাড়াও অন্যরা। পুজোর আগে এভাবেই পুলিশের মানবিক মুখ উঠে এল এলাকার মানুষের সামনে।

■ কৃষ্ণনগর পাত্রবাজার বারোয়ারি পুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র, জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ প্রমুখ। পুজোর সম্পাদক অভিনব ভট্টাচার্যর উদ্যোগে হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

আটাত্তরকে হার মানাল

(প্রথম পাতার পর)

আর ২০২৫-এর ২২ সেপ্টেম্বরের রাতে মাত্র তিন ঘণ্টায় ২৫১.৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হল। এদিন রাত আড়াইটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাত জেগে মনিটরিং করেছেন। মেয়র ফিরহাদ হাকিম কন্ট্রোলরুম সামলেছেন রাতভর। তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী-বিধায়কেরা রাস্তায় নেমে জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, কলকাতা ও কলকাতা সংলগ্ন এলাকাগুলোর মধ্যে সবথেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে গড়িয়ার কামডহরি এলাকায় ৩৩২ মিলিমিটার। এছাড়াও মানিকতলা, কাঁকুড়গাছি, উল্টোডাঙা, তপসিয়া, বালিগঞ্জ-সহ সমগ্র কলকাতা জুড়ে দাপটে বৃষ্টি হয়েছে রাতভর। প্রায় প্রত্যেকটি জায়গাতেই ২০০ থেকে ৩০০ মিলিমিটার করে বৃষ্টি হয়েছে। হাওয়া অফিস আগেই সতর্ক করেছিল অতি-ভারী বর্ষণের। কিন্তু এদিন যে রেকর্ড-ব্রেকিং বৃষ্টি হবে, তা কল্পনা করা যায়নি। কী কারণে এই বৃষ্টি? ব্যাখ্যা দিয়ে আলিপুর হাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদেরা জানিয়েছেন, অতি-গভীর নিম্নচাপের জেরে প্রচুর জলীয় বাষ্প পুঞ্জিভূত হয়েছিল এক জায়গায়। কলকাতা ও তার সংলগ্ন আকাশে সেই মেঘ থেকেই অঝোর ধারায় বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়াবিদেরা আরও জানান, মাটি থেকে মেঘের দূরত্ব ছিল মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। তার ফলেই ছোট্ট পরিসরে বৃষ্টির প্রকোপ ছিল ভয়াবহ। নাগাড়ে বৃষ্টিতে বিপর্যয় নেমে আসে কলকাতার বুকে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এখনই কেটে যাচ্ছে না দুর্যোগ-পরিস্থিতি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে।

■ ভীমপুর থানার উদ্যোগে এলাকার ৫৪টি পুজো কমিটির হাতে পুজো অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হল মঙ্গলবার। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার শিল্পী পাল, কৃষ্ণগঞ্জের সার্কেল ইন্সপেক্টর মানস চৌধুরি, ভীমপুর থানার ওসি তাপস ঘোষ-সহ অন্য পুলিশকর্তারা।

■ মঙ্গলবার ঘাটাল টাউন হলে ঘাটাল থানা এলাকার ১৩৯টি দুর্গাপুজো কমিটির হাতে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দিল পুলিশ প্রশাসন। ছিলেন ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি বিকাশ কর, জেলা পরিষদ সদস্য শংকর দোলই প্রমুখ।

হাওড়ার স্বর্ণ ব্যবসায়ীর নগদ ৩০ লক্ষ ছিনতাইয়ে মহিষাদলে ধৃত ১ অভিযুক্ত

সংবাদদাতা, মহিষাদল : কম দামে সোনা বিক্রির নাম করে হাওড়া শ্যামপুরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রদীপ সামন্তকে ডেকে নকল পুলিশ লেখা গাড়িতে করে ৩০ লক্ষ টাকা ছিনতায়ের ঘটনায় বড়সড় চক্রের হদিশ পেল মহিষাদল থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে ইতিমধ্যে মহিষাদলের উত্তর কাশিমনগর এলাকার তপন বেরাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার থেকে উদ্ধার হয় ২৭ লক্ষ টাকা-সহ ১২টি সোনার বাট। তবে বেশ কিছু সোনার বাট নকল বলে জানায় পুলিশ। মঙ্গলবার অভিযুক্তের টিআই প্যারেড হয়। জানা গিয়েছে, প্রদীপ সামন্তর সঙ্গে ব্যবসা সূত্রে এলাকার হাসেম শেখের দীর্ঘদিনের পরিচয়। হাসেম প্রদীপবাবুকে কম দামে সোনা পাইয়ে দেওয়ার নামে ১৫ সেপ্টেম্বর মহিষাদলের গাড়ুঘাটায় নিয়ে আসে। সেখানে কালীমন্দিরের কাছে সে তার দুই সাগরেদ তপন বেরা এবং বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়কে পরিচয় করায়। গত শনিবার তিনি বিশ্বজিৎকে ফোনে সোনা নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানান। রবিবার দুপুরে হাসেমকে নিয়ে সোনা কেনার জন্য গাড়ুঘাটা কালীমন্দিরের কাছে যান প্রদীপবাবু। সেখানে তপন এবং বিশ্বজিৎ প্রথমে টাকা চায়। প্রদীপবাবু আগে সোনা দেওয়ার কথা বলায় তাঁকে মারতে উদ্যত হয় দুজন। প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। তখনই পুলিশ লেখা দুটি গাড়ি থেকে ১০- ১২ জন লাঠিধারী নেমে প্রদীপবাবুকে তেড়ে আসে।

ওদিকে তপন ও বিশ্বজিৎ প্রদীপবাবুর থেকে ৩০ লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে। বাকি লাঠিধারীরাও গাড়িতে উঠে চম্পট দেয়। প্রতারণার শিকার হয়েছেন বুঝে প্রদীপবাবু তপন, হাসেম, বিশ্বজিৎ-সহ অপরিচিত ১০-১২ জনের নামে মহিষাদল থানায় লিখিত অভিযোগ করায় পুলিশ তৎক্ষণাৎ তদন্তে নেমে উত্তর কাশিমনগর থেকে তপনকে পাকড়াও করে।

ঢাল-তরোয়াল সজ্জিত ঘট-স্থাপনে শুরু ৬১৩ বছরের পুজো

মৌসুমী হাইত ● পশ্চিম মেদিনীপুর

নাড়াজোল রাজবাড়ি

নেই কোনও আড়ম্বর। নেই কোনও আলোকসজ্জা বা মণ্ডপসজ্জা। তবে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী পূর্বপুরুষের রীতিনীতি। গীতাষ্টমীর পর থেকেই শুরু হয়ে যায় মায়ের বোধন। বর্তমানে ২২তম রাজার বংশধরেরা পূজার্চনা করছেন রাজবাড়িতে। ৬১৩ বছরের পরম্পরা মেনে রাজার স্বপ্নাদেশে পাওয়া অষ্টধাতুর মায়ের মূর্তি দিয়েই রাজবাড়িতে দুর্গাপুজো হয়। মা দুর্গার পাশাপাশি রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ ও গোপালের পূজার্চনাও হয়। নেই কোনও বলি প্রথা। গোস্বামী মতে মায়ের মাথায় বিল্বপত্র চাপিয়ে পূজার্চনা শুরু। সন্ধিপুজোয় বিশেষ এক ধরনের মোয়া তৈরি করে মাকে নিবেদন করা হয়, যা অলৌকিকভাবে মাঝ বরাবর দু'ভাগ হয়ে যায়। মায়ের বিশেষ উপচার হিসেবে পুজোর বিল্বপত্র কোনও ভক্তকে দেওয়া যায় দুর্গাপুজোর সময়। শুরু থেকেই অখণ্ড হোমযজ্ঞ চলে নবমী পর্যন্ত। তবে ১৫ দিন ধরে বাড়ির মেয়েরা পুজোর জোগাড় ও আরাধনার কাজে মাতলেও পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারেন না। এটাই তাঁদের কাছে বড় কষ্টের। তবে সব কষ্ট লাঘব হয়ে যায়, পুজোর দিনগুলোয় মায়ের মন্দিরে বসে প্রসাদ গ্রহণ করে। এভাবেই রাজ পরিবারের সদস্যরা পুজোর সময় নিজেদের আরাধ্য দেবীর আরাধনায় মেতে উঠেন।

নবান্ন-পুরসভার অক্লান্ত পরিশ্রম

(প্রথম পাতার পর)

রাতের মধ্যেই সমাধানের চেষ্টা চলছে।

পুরসভা সূত্রে খবর, রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টে পর্যন্ত গঙ্গায় লকগেট বন্ধ ছিল। আর সেইসময়েই গড়ে ২৫০ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। তাই পরিস্থিতি এতটা খারাপ হয়েছে। তবে মঙ্গলবার ভোর ৫টায় লকগেট খুলে দেওয়া হয়েছে। সকাল থেকেই পুরসভার সমস্ত আপৎকালীন পরিষেবাকে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে। পুরকর্মীরা শহর জুড়ে দ্রুত জল নামিয়ে জনজীবন স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছেন। সোমবার রাতে বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর নিকাশি বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে ফোনে কথা বলে শহরে জমা জলের পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৮টা নাগাদ পুরসভার কন্ট্রোল রুমে পৌঁছে শহরের হালহকিকত খতিয়ে দেখেন তিনি। তাঁর কথায়, জমা জল নিকাশির কাজ চলছে। এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, জানা ছিল না। গঙ্গায় জলস্তর বাড়ায় এবং খালগুলিও ভরে যাওয়ায় ড্রেনেজ ব্যবস্থায় ব্যাকফ্লো হচ্ছে। ফলে পাম্প চালিয়েও জল নামছে না। কলকাতার পাম্পিং স্টেশনগুলি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২০ মিমি জল তুলতে পারে, কিন্তু এক রাতেই ৩০০ মিমি বৃষ্টি হওয়ায় সময় লাগছে।

মেয়র আরও বলেন, জন্মের পর এতবছরে এরকম রেকর্ড-বৃষ্টি কলকাতায় আগে কখনও দেখিনি। অল্প সময়ের মধ্যে রেকর্ড বৃষ্টিতে শহরের অনেক রাস্তাতেই জল জমেছে। আর একফোঁটাও বৃষ্টি না হলে রাতের মধ্যে সব জল নেমে জনজীবন স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত, সোমবার রাতে কলকাতায় ৫ ঘণ্টায় গড়ে কলকাতায় ২৫০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, যা রেকর্ড। কলকাতা পুরসভার তথ্য অনুযায়ী, ৫ ঘণ্টার ব্যবধানে কখনও এত পরিমাণ বৃষ্টি নথিবদ্ধ হয়নি। হাওয়া অফিস বলছে, ১৯৭৮ এবং ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বরের পর একরাতে এত বৃষ্টি আর হয়নি। এদিন সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়ায়, ৩৩২ মিলিমিটার! তালিকায় দ্বিতীয় যোধপুর পার্কে বৃষ্টির পরিমাণ ২৮৫ মিলিমিটার!

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
24 September, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

শিবিরে আবেদন জমা দিতেই শুরু কাজ, আপ্লুত বাসিন্দারা

■ হরিশ্চন্দ্রপুরে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে সাধারণের আবেদন খতিয়ে দেখছেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন।

সংবাদদাতা, মালদহ: আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচি ঘিরে হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেজপুরা কালিকাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল। মঙ্গলবার আয়োজিত বিশেষ শিবিরে শতাধিক স্থানীয় বাসিন্দা সরাসরি প্রশাসনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তাঁদের দাবিদাওয়া তুলে ধরেন। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, মালদহ জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের প্রতিনিধি মনিরুল আলাম, জহিরুদ্দিন বাবর, রাহাতুল আলি সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিক। মন্ত্রী তাজমুল হোসেন জানিয়েছেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষ নিজের এলাকার উন্নয়নের কাজ বেছে নিতে পারবে এবং যেসব প্রস্তাব এসেছে সেগুলি আগামী ৯০ দিনের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। শিবিরে বিশেষ জনপ্রিয় হয় শ্রমশ্রী ও দুয়ারে সরকার প্রকল্প। বাসিন্দারা স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, বার্ধক্য ভাতা, জয় জোহর, খাদ্যসাথী সহ একাধিক পরিষেবায় আবেদন করেন। এছাড়া রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জল, আলো, নিকাশি ও স্কুল পরিকাঠামোর মতো বিষয়েও লিখিতভাবে আবেদন জমা দেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত নিষ্পত্তির আশ্বাস পাওয়ায় স্থানীয়রা সন্তুষ্ট। কর্মকর্তারা মনে করছেন, জনসাধারণের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজ আরও দ্রুত এগোবে।

■ তোরণের নকশা প্রকাশিত হল মঙ্গলবার।

সুদৃশ্য তোরণে সেজে উঠবে আলিপুরদুয়ার

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

কয়েক মাস আগেই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর। এবার একেবারে নকশা তৈরি করে, টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরুর আগে সাংবাদিকদের সামনে আলিপুরদুয়ার শহরের নতুন আকর্ষণ হতে চলা বিশ্ববাংলা গেটের কথা জানালেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের পর্যটনের জেলা আলিপুরদুয়ার। সেই আলিপুরদুয়ার শহরকে বাইরের পর্যটকদের সামনে আকর্ষণীয় করে তুলতে শহরের তিন প্রবেশপথে বিশ্ববাংলা লোগো সহ সুদৃশ্য তোরণ তৈরি করতে চলেছে আলিপুরদুয়ার পুরসভা। মঙ্গলবার ওই তিনটি তোরণের সুন্দর নকশা সকলের সম্মুখে প্রকাশ করা হয়। ওই তিনটি তোরণ এর মধ্যে একটি তৈরি হবে শহরের উত্তর দিকের প্রবেশপথ দমকল কেন্দ্রের সামনে। দ্বিতীয়টি তৈরি হবে শহরের পশ্চিম প্রান্তে কালজানি নদীর সেতুর মুখে। এবং তৃতীয় তোরণটির জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে শহরের পূর্ব দিকের শোভাগঞ্জ এলাকায়। এই তিনটি তোরণ তৈরি করতে কত টাকা খরচ হবে তা এই মুহূর্তে জানাতে চাননি পুরসভার চেয়ারম্যান। এর পাশাপাশি শহরের সৌন্দর্যায়ন করতে শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে একটি ঝিল সংস্কারের কাজ শুরু করেছে পুরসভা। সংস্কার কাজ শেষ হলে, সেটিরও সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হবে। সেখানেও একটি বিশ্ববাংলার লোগো লাগানো হবে। সঙ্গে থাকবে সুদৃশ্য আলোকসজ্জা। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর জানান, পুরসভার নিজস্ব তাহবিলের টাকায় এই কাজ করা হবে। আগামীদিনে শহরের বাকি ঝিলগুলো সংস্কার করে সৌন্দর্যয়নের কাজও করা হবে। যাতে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে রাজ্যের প্রান্তিক জেলা শহর আলিপুরদুয়ার।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

■ নিয়ন্ত্রণ হারানো চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন টোটো চালক ও যাত্রী। আহত হয়েছেন আরও চারজন। মঙ্গলবার মালদহের কালিয়াচকের ঘটনা। মৃত টোটো চালকের নাম নুরুল শেখ (৫০) ও যাত্রী আদরেবা বিবি (৫০)। এদিন, মালদহ থেকে কালিয়াচকের দিকে ছুটে আসা চারচাকা হঠাৎই ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে গতি সামলাতে না পেরে একটি টোটোকে সজোরে ধাক্কা মারে। মুহূর্তের মধ্যে টোটোটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ধাক্কার পর গাড়িটি রাস্তার ধারের নয়নজুলিতে গিয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটকে থাকা গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয়দের দাবি, গাড়ির ভেতর থেকে মদ সহ নেশার সামগ্রী মিলেছে। প্রত্যক্ষদর্শী আশিকুল শেখ জানান, চালক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল। তাই এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

শ্রমিকের মৃত্যু

■ ভিনরাজ্যে গিয়ে আর ঘরে ফেরা হল না মালদহের পরিযায়ী শ্রমিক আমিরুল সাইয়ের। মুম্বইয়ে কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরিবারকে দুই মুঠো অন্ন জোগাতে মাসতিনেক আগে বাড়ি ছেড়েছিলেন। গত শনিবার অসুস্থ শরীরে ট্রেনে চেপে ফিরছিলেন আমিরুল। কিন্তু পথেই শেষ হয়ে যায় জীবনযাত্রা। চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই মৃত্যু হয় তাঁর।

এই মর্মান্তিক খবরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে কালিয়াচক ১ নং ব্লকের নওদা যদুপুর অঞ্চলের উত্তর দারিয়াপুর মোমিনপাড়ায়। স্ত্রী ও দুই নাবালক সন্তানকে ভরসাহীন করে চিরবিদায় নিলেন আমিরুল। পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে ছুটে আসেন আইএনটিটিইউসি সভাপতি হায়দার আলি মোমিন ও তৃণমূল নেতা সাহিদুর রহমান।

নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক

■ মহকুমা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির একটি সভা আয়োজিত হল ইসলামপুরে। এসডিও অফিসের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের সভাপতিত্বে ছিলেন ইসলামপুর মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব। সংশ্লিষ্ট সকল বিডিও, ইসলামপুর ও ডালখোলা পুরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিএসপি ট্রাফিক, এআরটিও ইসলামপুর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সভায় যোগ দেন।

সভায় আলোচনা করা হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ বিভাগের নির্দেশিকা অনুসারে, মহকুমায় চলাচলকারী টোটোগুলিকে যথাসময়ে রেগুলারাইজ করা হবে এবং তাদের টিআইএন (অস্থায়ী পরিচয় নম্বর) দেওয়া হবে। এই বিষয়ে প্রতিটি ব্লক এবং পুরসভায় বিডিও অফিস, এআরটিও অফিস এবং পুলিশ প্রশাসনের সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে যারা টোটোগুলির রুট চিহ্নিত করবে। ইসলামপুরের মহকুমাশাসক জানান যে, পরিবহণ বিভাগের আদেশ অনুসারে, আমরা মহকুমা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সদস্যদের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠক হয়েছে।

সুষ্ঠুভাবে শারদোৎসব সম্পন্ন করতে জেলায় জেলায় পুলিশের উদ্যোগ

যানজট রুখতে ব্যবস্থা

■ রায়গঞ্জে কর্তব্যরত পুলিশকে দেওয়া হচ্ছে জল।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: দুর্গাপুজোয় যেন কোনও ভাবেই যানজট তৈরি না হয় সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একাধিক ব্যবস্থা নিল উত্তর দিনাজপুরের পুলিশ। জেলার ছোটোজান নিয়ন্ত্রণ থেকে পথচারীদের সুরক্ষা প্রতিটি বিষয় মাথায় রেখে মঙ্গলবার থেকেই বিশেষ অভিযান শুরু হল। জনসাধারণের নিরাপত্তার দায়িত্বে কাজ করে চলেছেন ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা। এবারে ট্রাফিক কর্মীদের পাশে দাঁড়াল জেলা পুলিশ প্রশাসন। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মহঃ সানা আখতারের নির্দেশে এবং রায়গঞ্জ হাইওয়ে ট্রাফিক ওসি দিলীপ রায়ের ব্যবস্থাপনায় প্রবল গরমে জাতীয় সড়কে ডিউটিরত ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের হাতে জলের বোতল ও ওআরএসের প্যাকেট তুলে দেওয়া হল। রায়গঞ্জের পানিশালায় শীতগ্রাম হাই স্কুলের সামনে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় ট্রাফিক আধিকারিকেরা এই কর্মসূচিতে শামিল হন। জানা গেছে, দুর্গাপুজোর বিসর্জন পর্যন্ত প্রতিদিনই চলবে এই কর্মসূচি। প্রখর রোদ ও দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালনের মাঝে ট্রাফিক কর্মীদের সুস্থ রাখতে এই মানবিক উদ্যোগ।

গাইড ম্যাপ প্রকাশ

■ শিলিগুড়িতে গাইড ম্যাপ প্রকাশ করছেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: শহরের পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। মঙ্গলবার গাইড ম্যাপ প্রকাশের পর পুলিশ কমিশনার জানান, এবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন এলাকায় মোট পুজোর সংখ্যা সাতশোর বেশি। পুজোয় যাতে সাধারণ মানুষের পুজো দেখতে অসুবিধা না হয় তার জন্য পুলিশের পাশাপাশি পাঁচ হাজারেরও বেশি পুজো বন্ধু পুলিশের সাথে হাত হাত মিলিয়ে কাজ করবে। যার জন্য এবার এই পুজো বন্ধুদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পুজোয় নিরাপত্তা ঠিক রাখতে পুলিশ কমিশনারের আধিকারিকদের পাশাপাশি দু'জন এসপি পদমর্যাদার অফিসার নিযুক্ত করা হচ্ছে বলেও জানান পুলিশ কমিশনার। এছাড়া এবার পুজোয় বম্ব স্কোয়াড, স্নিফার ডগ-সহ ড্রোনেরও ব্যবহার করা হবে।

জুবিন গর্গের শেষকৃত্যের আগে মঙ্গলবার মহাযাত্রায় পা মেলাল শোকার্ত জনতা। ধ্বনি উঠল—জুবিনদা জিন্দাবাদ। অর্জুন ভোগেশ্বর বড়ুয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে কামরূপের কামারকুচি গ্রামের শ্মশান—লাখো মানুষের ঢল। চোখের জলে চিরবিদায় জানালেন প্রিয় শিল্পীকে

চিত্তরঞ্জন পার্কের মেলা গ্রাউন্ডে এবার পুজোয় মহিষাদল রাজবাড়ি

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

দিল্লি সিআর পার্ক মিনি কলকাতা হিসাবে পরিচিত। এখানকার দুর্গাপুজার থিম রীতিমতো টেক্কা দিচ্ছে কলকাতাকেও। বাংলার মহিষাদলের রাজবাড়িকে এবারে থিম হিসেবে হাজির করে চমক দিতে চলেছেন চিত্তরঞ্জন পার্ক মেলা গ্রাউন্ডের পুজোর উদ্যোক্তারা। যোড়শ শতকের এই রাজবাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর ঐতিহ্য আজও বহন করে চলেছে। বাংলার এই প্রাচীন রাজবাড়ি আজও ঐতিহ্যর ধারক ও বাহক। প্রাচীন এই রাজপরিবারে রাজা ও রানি প্রথম দুর্গাপুজোর প্রচলন করেছিলেন। রাজবাড়ির প্রবেশদ্বারের হুবহু অনুকরণ মণ্ডপসজ্জায় টেরাকোটার চিত্র রাজবাড়ির দেওয়ালে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পীরা। কয়েক হাজার প্লাই, বাঁশ এবং অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে প্যান্ডেলের কাঠামো বানানো হয়েছে। ৪২ ফুট উচু এই প্যান্ডেলকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটা নকল রাজবাড়ি। ২২ ফুটের দুর্গাপ্রতিমাকে ডাকের সাজে সুসজ্জিত করা হচ্ছে। সিআর পার্কের মেলা গ্রাউন্ডের অর্গানাইজেশন সেক্রেটারি নারায়ণ দে জানিয়েছেন, ভোগ বিতরণ, বাংলার সুস্বাদু খাবারের স্টল আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মেলবন্ধন দেখা যাবে এই মেলা গ্রাউন্ডে। পুজোর দিনগুলিতে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয় এই মণ্ডপে। সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য আলাদাভাবে ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও এবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ রাজ্য পাঞ্জাব হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে পুজো কমিটি।

যোগীরাজ্যে যৌতুকের দাবিতে ভয়াবহ নির্যাতন

গৃহবধূকে ঘরবন্দি করে ভেতরে ছেড়ে দেওয়া হল বিষাক্ত সাপ

কানপুর: নারী-নির্যাতন এক ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যোগীরাজ্যে। শুধুমাত্র অপহরণ, খুন কিংবা গণধর্ষণেই আর সীমাবদ্ধ নেই মহিলাদের উপর অত্যাচার, পণের দাবিতে নির্যাতনও ক্রমশই ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে। এক গৃহবধূর বাপের বাড়ি তাঁর শ্বশুরবাড়ির যৌতুকের দাবি মেটাতে পারেনি বলে তাঁকে ঘরে বন্ধ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল বিষাক্ত সাপ। সাপের কামড়ে ওই গৃহবধূ আর্তনাদ করে উঠলে বাইরে দাঁড়িয়ে হাসছিল শ্বশুরবাড়ির লোকজন। বিষের যন্ত্রণায় স্ত্রীকে ছটফট করতে দেখেও তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়নি স্বামী কিংবা শ্বশুর। ভয়াবহ এই ঘটনার সাক্ষী হল কানপুর। দিনকয়েক আগের ঘটনা। অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও স্বামী হাসপাতালে নিয়ে যেতে অস্বীকার করায় দিদিকে ফোন করেন আক্রান্ত গৃহবধূ। সরকারি উরসালা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন ওই মহিলা। দিদির অভিযোগ, বিষাক্ত সাপের ছোবলে বোনকে খুনের চক্রান্ত হয়েছিল। ২০২১ সালে বিয়ের পর থেকেই ৫ লক্ষ টাকা যৌতুকের দাবিতে বোনের উপরে শুরু হয়েছিল শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার। সম্প্রতি বাড়ি মেরামতির জন্য দেড়লক্ষ টাকা দেওয়া সত্ত্বেও থামেনি নির্যাতন। আশ্চর্যের বিষয়, অভিযোগ পেয়েও নির্বিকার গেরুয়া পুলিশ। এখনও পর্যন্ত গ্রেফতারের কোনও খবর নেই। বরং অপরাধীদের আড়াল করার অভিযোগ উঠেছে প্রশাসনের বিরুদ্ধে। নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্র। প্রশ্ন একটাই, গৃহবধূ নির্যাতনের এমন ঘটনা এর আগে আর ঘটেছে কি?

ইন্দোরে বাড়ি ভেঙে মৃত ২, আহত ১২

ইন্দোর: মর্মান্তিক ঘটনা! সোমবার রাতে ভয়াবহ ঘটনা ইন্দোরে। বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের, আহত হয়েছেন অন্তত ১২ জন। এদিন রাতে ইন্দোরের জওহর মার্গে প্রেমসুখ টকিজের পিছনে একটি তিনতলা বাড়ি হঠাৎ করেই ধসে যায়। বাড়ি চাপা পড়ে দু'জনের মৃত্যু হয় এবং ১২ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিনের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আলিফা এবং ফাহিম নামের দু'জনের। আহতদের উদ্ধার করে মহারাজা যশবন্ত রাও সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাত ৯টা নাগাদ একটি তিনতলা বাড়ি হঠাৎ ধসে পড়ে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে ধ্বংসস্তূপের নিচে ১৩ জন আটকা পড়েছেন। বাড়িটি যথাযথ বিম এবং কলাম ছাড়াই তৈরি করা হয়েছিল বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। শুধু তাই নয়, বাড়ির চারপাশে ক্রমাগত জল জমে থাকার কারণেই এই ধস নেমেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন জেলা কালেক্টর শিবম ভার্মা। তিনি জানিয়েছেন ১৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে। আরও একটি শিশুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে নিরাপদে আছে। তাই ১৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে।

বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ তৃণমূলের

জিএসটি নিয়ে মিথ্যাচার, ক্ষমা চাইবেন কি মোদি?

নয়াদিল্লি: জিএসটির নয়া হার যে মোদি সরকারের নিছক স্টান্টবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়, তা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তৃণমূল। এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সাকেত গোখেল। তাঁর কটাক্ষ, 'জিএসটি বচতের' নামে মোদি দেশবাসীর সঙ্গে শুধুই মিথ্যাচারের রাজনীতি করেছেন। গত কয়েক বছরে, জিএসটি বাবদ কেন্দ্রের প্রাপ্য আর্থিক পরিসংখ্যান তুলে ধরে মোদি সসরকারকে তুলোধোনা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ সাকেত গোখেল। মোদির হিসাব অনুযায়ী সরকার গত ৮ বছরে জনগণের কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত জিএসটি আদায় করেছে। ২০১৭ সালে জিএসটি চালু করে মোদি নির্লজ্জভাবে জিএসটি-ক্ষমতার বলে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। অথচ সেই মুখেই সোমবার উপহারের মোড়ক লাগিয়ে মিথ্যা প্রচার করছে বিজেপি। নতুন জিএসটি হারে সাধারণ মানুষের প্রতি বছর ২.৫ লাখ কোটি টাকার সাশ্রয় হবে বলে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। আসলে জিএসটি বাবদ আগেই দেশের মানুষের পকেট কেটে নিয়েছে মোদি সরকার। মোট ২০ লক্ষ কোটি বিপুল অঙ্কের অর্থ। কটাক্ষ তৃণমুল সাংসদ সাকেতের। তার মানে এই মোদি সরকারের থেকে প্রত্যেক ভারতীয়র পাওনা ১৫০০০ টাকা। এখানেই শেষ নয়, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে সরকারে আসার আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রত্যেক ভারতীয়দের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরে মোদি-শাহ ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিশ্রুতি রাখতে না পেরে ডিগবাজি দেয়। এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২০১৪ সালের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে বলেন এটি একটি জুমলা ছিল। এক জনসভা থেকে শাহ রীতিমতো মজার ছলে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি আসুন ভুলে যাই। কিন্তু তৃণমূল সাংসদ সাকেতের প্রশ্ন, মোদির সরকারের ডাহা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতীয়দের প্রাপ্য ১৫০০০ টাকা ফেরত দেবে কি বিজেপি? গত আট বছর জিএসটি বাবদ সাধারণ মানুষের থেকে যে টাকা উশুল করেছেন মোদি, তার জন্য তিনি ক্ষমা চাইবেন কি?

ল্যান্ডিং গিয়ার আঁকড়ে বিমানযাত্রা কিশোরের

নয়াদিল্লি: গুরুতর প্রশ্নের মুখে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা। বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ার ধরে জড়সড় হয়ে বসে থেকে কাবুল থেকে দিল্লি পৌঁছে গেল ১৩ বছরের এক কিশোর। পাক্কা ২ ঘণ্টার মারাত্মক ঝুঁকিবহুল এবং দুঃসাহসিক এই সফরের শেষে ওই কিশোর সম্পূর্ণ সুস্থ এবং অক্ষত রইল কীভাবে, তা নিয়ে দেখা দিয়েছে গভীর বিস্ময়। কিন্তু তার থেকেও গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কাবুল বিমানবন্দরে নিরাপত্তায় গুরুতর গলদ। কোন উদ্দেশ্যে কিশোরটি এমন কাণ্ড ঘটাল, তা কিন্তু এখনও রহস্যই। প্রশ্ন উঠেছে, একটি ১৩ বছরের নাবালক নিরাপত্তারক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে বিমানে উঠে পড়ল কীভাবে? অবিশ্বাস্য এই ঘটনাটি ঘটেছে গত রবিবার। বেসরকারি বিমান সংস্থা ক্যাম-এয়ারের এই বিমানটি কাবুল ছেড়ে আকাশে উড়েছিল সকাল ৮টা ৪৬ মিনিটে। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সেটি অবতরণ করে সকাল ১০টা ২০ মিনিটে। সব যাত্রী নেমে যাওয়ার পরে বিমানবন্দরের নিরাপত্তারক্ষীরা দেখতে পান, সংরক্ষিত এলাকার

প্রশ্নের মুখে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা, যাত্রী সুরক্ষা

এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কিশোরটি। তাকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সে বলে ফেলে সবকিছু। জানায়, কেমন করে কাবুল বিমানবন্দরের নিরাপত্তারক্ষীদের বোকা বানিয়ে সে উঠে পড়েছিল এই উড়ানে। তার ধারণা ছিল, উড়ানটি যাচ্ছে ইরানে। সবচেয়ে রোমহর্ষক বিষয়, বিমানটির পেছনের ল্যান্ডিং গিয়ারে সে লুকিয়ে পড়ে গুটিসুটি মেরে। লক্ষণীয়, এমন ঘটনা কিন্তু এই প্রথম নয়। ১৯৯৬ সালে দিল্লি থেকে লন্ডনগামী এক বিমানে এভাবেই প্রাণ হাতে সফর করেছিল দুই ভাই। এক ভাইয়ের মৃত্যু হলেও আর এক ভাই কিন্তু বেঁচে গিয়েছিল আশ্চর্যজনকভাবে। কাবুল থেকে বিমানে ওঠা কিশোরের দুঃসাহস এবং অদ্ভুতভাবে বেঁচে যাওয়া যার পর নাই বিস্মিত করেছে বিশেষজ্ঞদের। কেন? বিমান ওড়ার পরেই তার চাকা ঢুকে যায় ভেতরে। বন্ধ হয়ে যায় দরজা। চাকা ভেতরে প্রবেশ করার পরেও যে ফাঁকটুকু থাকে তা গুটিসুটি মেরে বসে থাকার পক্ষেও আদৌ যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া বিমান ১০ হাজার ফুট থেকে ৩০ হাজার ফুট উচ্চতায় ওড়ার সময় সেখানকার তাপমাত্রা থাকে মাইনাস ৪০ থেকে ৬০ ডিগ্রি। নেই অক্সিজেনও। এই অবস্থায় কি বেঁচে থাকা আদৌ সম্ভব?

ত্রিপুরার ৯ নম্বর বনমালীপুর বিধানসভার মা-বোনদের মধ্যে শারদীয় উপহার নতুন বস্ত্র তুলে দিয়ে দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন রাজ্য তৃণমূলের যুব সভাপতি শান্তনু সাহা। মঙ্গলবার।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাকিস্তানপন্থী ও রাজাকারদের দল বলে পরিচিত কট্টরপন্থী জামাত ইসলামির মোকাবিলায় বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামপন্থী অন্য দল হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে জোট গড়তে চাইছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপি

বিশ্বজনমত উপেক্ষা করে গাজায় স্থল-হামলা বাড়াল ইজরায়েল

নির্লজ্জ ইজরায়েল সরকার বিশ্বজনমতের তোয়াক্কা না করে স্থলসেনার মাধ্যমে গাজায় সামরিক অভিযান তীব্র করেছে। হামাস জঙ্গিগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার যুক্তি দেখিয়ে ইজরায়েলি সেনার নির্বিচার হামলায় নাগাড়ে মারা যাচ্ছেন মহিলা, শিশু সহ প্যালেস্টাইনের নাগরিকরা। গত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় নিহত প্রায় ৪০ এবং আহত ১৯৫। সবচেয়ে মর্মান্তিক অবস্থা চিকিৎসাধীন রোগীদের। হামাস সদস্যরা লুকিয়ে আছে, অভিযোগ তুলে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের হাসপাতালগুলিকে। এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলের ভূমিকার প্রতিবাদ জানিয়ে আহত ও চিকিৎসাধীন প্যালেস্টিনীয়দের মানব করিডর তৈরি করে স্থানান্তরের দাবি তুলল অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক সহ প্রায় ২৪টি দেশ। যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে এই দেশগুলি দাবি করেছে, প্রাণ বাঁচাতে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও পূর্ব জেরুজালেমের অসুস্থ ও আহতদের মেডিক্যাল করিডর তৈরি করে নিরাপদ জায়গায় সরানো হোক। এজন্য ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিক নেতানিয়াহুর দেশ। আন্তর্জাতিক আইন মেনে মানবাধিকার রক্ষা করতে হবে বলে ইজরায়েলকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দিল্লিতে ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ম্যানেজারই এবার ডিজিটাল প্রতারণার শিকার!

প্রতারকরা হাতিয়ে নিল ২২.৯২ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি: খোদ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ম্যানেজারই ডিজিটাল প্রতারণার শিকার হয়ে সর্বস্ব খোয়ালেন। ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানী দিল্লিতে। প্রতারকদের হাত থেকে বাঁচতে ভয়ে দফায় দফায় টাকার জোগান দিয়ে গিয়েছেন ওই প্রাক্তন ব্যাঙ্ককর্মী। এই ঘটনা দেশে ডিজিটাল অ্যারেস্টের মতো প্রতারণা চক্রের বাড়বাড়ন্ত এবং জনসচেতনতার অভাবকেই ফের বেআব্রু করে দিল। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিল্লির গুলমোহর পার্কের বাসিন্দা, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার নরেশ মালহোত্রা (৭৮) এক ভয়ঙ্কর ডিজিটাল প্রতারণার শিকার হয়েছেন। গত ছয় সপ্তাহ ধরে ভয়ে তিনি ২১টি লেনদেনের মাধ্যমে মোট ২২.৯২ কোটি টাকা ১৬টি ভিন্ন অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছেন। প্রতারকরা নিজেদের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং মুম্বই পুলিশের অফিসার পরিচয় দিয়ে তাঁকে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'-এর ভয় দেখায় এবং ব্ল্যাকমেইল করে এই বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নেয়। নরেশ মালহোত্রার পরিবার, বন্ধু এবং প্রতিবেশীরা বলছেন, গত ছয় সপ্তাহ ধরে ওই ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে আপাতদৃষ্টিতে কোনও অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়নি। তিনি নিয়মিত কলোনির পার্কে হাঁটতে যেতেন, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন এবং ক্লাবেও যেতেন। কিন্তু এই সাধারণ জীবনের আড়ালে তিনি প্রতারকদের ভয়ে, তাদের নির্দেশমতো একের পর এক লেনদেন করে যাচ্ছিলেন। পরে তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন যে, তিনি যেন প্রতারকদের সম্পূর্ণ সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। ওই প্রতারকরা তাঁকে মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল এবং কাউকে কিছু জানাতে বারণ করেছিল। প্রাক্তন ব্যাঙ্ককর্মী আরও স্বীকার করেন, তাঁর স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণভাবে প্রতারকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল বলে তিনি তাদের ফাঁদে পড়ে যান। সংবাদমাধ্যমকে মালহোত্রা জানিয়েছেন, গত ১ অগাস্ট থেকে এই আর্থিক প্রতারণার ফাঁদে পড়েন। প্রথমে একটি ফোন কলে তাঁকে জানানো হয় যে তাঁর পরিচয় সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এরপর তাঁকে গ্রেফতারের ভয় দেখানো হয় এবং বলা হয় যে, কেবল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) এবং সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে টাকা জমা দিয়ে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এই আশ্বাসে এবং গ্রেফতারের ভয়ে তিনি প্রতারকদের নির্দেশ মতো কাজ করতে শুরু করেন। ৪ অগাস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মালহোত্রা তিনটি ভিন্ন ব্যাঙ্কের শাখায় ২১ বার গিয়ে ২১টি আরটিজিএস ট্রান্সফার করেন। তাঁর টাকা যেসব ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে ইয়েস ব্যাঙ্ক, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাঙ্ক শাখাগুলি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে, যেমন উত্তরাখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে অবস্থিত। দিল্লিতে কোনো অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তর করা হয়নি। দিল্লি পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ফিউশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক অপারেশন্স শাখার যুগ্ম কমিশনার রজনীশ গুপ্ত বলেন, এই ধরনের 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' মামলায় অর্থ স্থানান্তরের পর্যায়গুলি খুবই সাধারণ। মালহোত্রার ২২.৯২ কোটি টাকা ১৬টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ৪,২৩৬টি লেনদেনের মাধ্যমে সাতটি স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে প্রতারকদের ধরা এবং টাকা ফ্রিজ করা কঠিন হয়ে যায়। তবে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২.৬৭ কোটি টাকা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ফ্রিজ করা সম্ভব হয়েছে। নরেশ মালহোত্রা প্রায় পাঁচ দশক ধরে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্কে উচ্চপদে কাজ করেছেন। তিনি ২০২০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর বাড়ির কাছেই তিনটি ব্যাঙ্কের শাখা ছিল, যেখান থেকে তিনি লেনদেনগুলি করেছিলেন। প্রতারকদের ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব খুইয়ে ছয় সপ্তাহ পর, গত ১৯ সেপ্টেম্বর মালহোত্রা সাহস করে পুলিশের কাছে ২২.৯২ কোটি টাকা হারানোর অভিযোগ দায়ের করেন এবং সেদিনই এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়। প্রতারকরা সেদিন আরও ৫ কোটি টাকা দাবি করলে মালহোত্রা রুখে দাঁড়ান। তিনি বলেন যে, তিনি কোনও ব্যক্তিগত সংস্থার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাবেন না, বরং সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে জমা দেবেন। এই কথা শুনে প্রতারকরা ফোন কেটে দেয়। এই ঘটনাটি ডিজিটাল প্রতারণার ভয়াবহতা এবং সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাবের দিকে নতুন করে আলোকপাত করেছে। পুলিশ এই মামলার তদন্ত করছে এবং চেষ্টা করছে বাকি টাকা উদ্ধার করতে ও প্রতারকদের ধরতে। প্রশ্ন উঠছে, একজন অভিজ্ঞ ব্যাঙ্ক অফিসারের যদি এই হাল হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা কোথায়?

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে দুর্যোগ মোকাবিলায় পথে প্রশাসন

(প্রথম পাতার পর)

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশে ইতিমধ্যেই রাজ্যের শিক্ষা দফতর কলকাতার সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিন থেকে রাজ্যের সরকারি স্কুলে পুজোর ছুটি। অফিসযাত্রীদেরও বাড়ি থেকে বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, মানুষের জীবন সবার আগে। কাজকর্ম পরে হবে, কিন্তু বিপদের মুখে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সরকারি কর্মচারীরা অফিস না এলেও তাঁদের বেতন কাটা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর, পুলিশ, দমকল ও বিদ্যুৎ দফতরের জরুরি টিম ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় কাজ শুরু করেছে। জলমগ্ন রাস্তায় পাম্প বসিয়ে জল নামানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে বিপর্যস্ত পরিবারগুলিকে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজও চলছে। প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তার কথায়, এত কম সময়ে এত প্রবল বৃষ্টি আগে দেখা যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী নিজে পরিস্থিতি নজরে রাখছেন। সমস্ত দফতরকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় কাজ করতে বলা হয়েছে। এবিপি আনন্দকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি মেয়র, মুখ্যসচিব এবং পুলিশকর্তাদের সঙ্গে একটানা যোগাযোগ রাখছি। ফরাক্কায় সঠিকভাবে ড্রেজিং করা হয় না, তাই বৃষ্টি হলেই বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মুম্বই বা দিল্লিতে জল জমে। এবারের বৃষ্টিটা একেবারেই অস্বাভাবিক, অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। আমি ২-৩ দিন ধরেই সতর্ক করছি। এরকম বৃষ্টি আমরা কখনও দেখিনি। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের জন্য আমি ভীষণ দুঃখিত। আজ স্কুলে ছুটি ঘোষণা করেছি, অফিসযাত্রীদেরও কাজে না যাওয়ার জন্য বলেছি। কালও অফিসে না যাওয়াই ভাল। গঙ্গা থেকেও জল চলে আসছে এদিকে। ব্যাক-ফ্লো করছে। তবে আস্তে আস্তে সমস্যা মিটে যাবে। একটু সময় লাগবে। নবান্নে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। টোল-ফ্রি নম্বরও চালু করা হয়েছে। যাতে রাজ্যের যে-কোনও প্রান্তের মানুষ যে-কোনও সমস্যায় সেখানে ফোন করে কথা বলতে পারেন। টোল-ফ্রি নম্বরগুলি হল : 91 33-2214-3526, 91 33-2253-5185 ও 86979-81070

দুর্ঘটনার দায় সিইএসসির ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা

(প্রথম পাতার পর)

করতে। শুনেছি ৯ জন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

এই পরিবারগুলোকে সিইএসসি-কে সাহায্য করতে হবে। তাঁদের একটা করে চাকরি দিতে হবে, আমি স্পষ্ট জানাচ্ছি। যা যা সম্ভব, আমরাও করব। আমরাও ভুগছি, আমাদের ঘর-বাড়িও ডুবে গেছে।

পুজোর মণ্ডপগুলোর জন্যও খারাপ লাগছে। এটা কি সিইএসসি-র দায়িত্ব নয়? বিদ্যুৎ সিইএসসি দেয়, সরকার নয়। মানুষের যেন কষ্ট না হয়, সেই ব্যবস্থা করা তাদেরই কর্তব্য। এখানে ব্যবসা করবে, কিন্তু এখানে আধুনিকীকরণ করবে না? দ্রুত মাঠে নামুক, কাজ শুরু করুক। আবারও বান আসছে, আরও জল জমবে। গঙ্গায় মহালয়া থেকে জোয়ার চলছে। জল যাওয়ার আর কোনও জায়গা নেই, শেষমেশ সেটা আবার গঙ্গাতেই বার করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন,

বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা জলে চারপাশ ভরে আছে। আমি বেসরকারি কর্মীদেরও কাজে না যেতে অনুরোধ করছি— দুর্যোগ সবার উপর সমানভাবে প্রভাব ফেলে। উপরন্তু কেন্দ্র জিএসটি-র টাকা কেটে নিয়েছে, আমাদের সব ফান্ড এখন এই দুর্যোগ সামলাতেই যাচ্ছে। পুজোর মণ্ডপগুলোর জন্যও খারাপ লাগছে। দুর্যোগ সবার উপর সমানভাবে প্রভাব ফেলে। উপরন্তু আজও মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক পুজো উদ্বোধনের কথা ছিল। বৃষ্টির কারণে সেগুলি স্থগিত করা হয়েছে। যেসব এলাকায় বৃষ্টি হয়নি জেলার সেই পুজো মণ্ডপগুলির ভার্চুয়ালে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

দিনে দিনে মহামারীর আকার নিচ্ছে ফ্যাটি লিভার। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী দেখা গেছে যে একটি নতুন ইঞ্জেকশন ফ্যাটি লিভার রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কার্যকরী হতে পারে। চলছে এর ক্লিনিকাল ট্রায়াল

ঘিলুখেকোর অসুখ

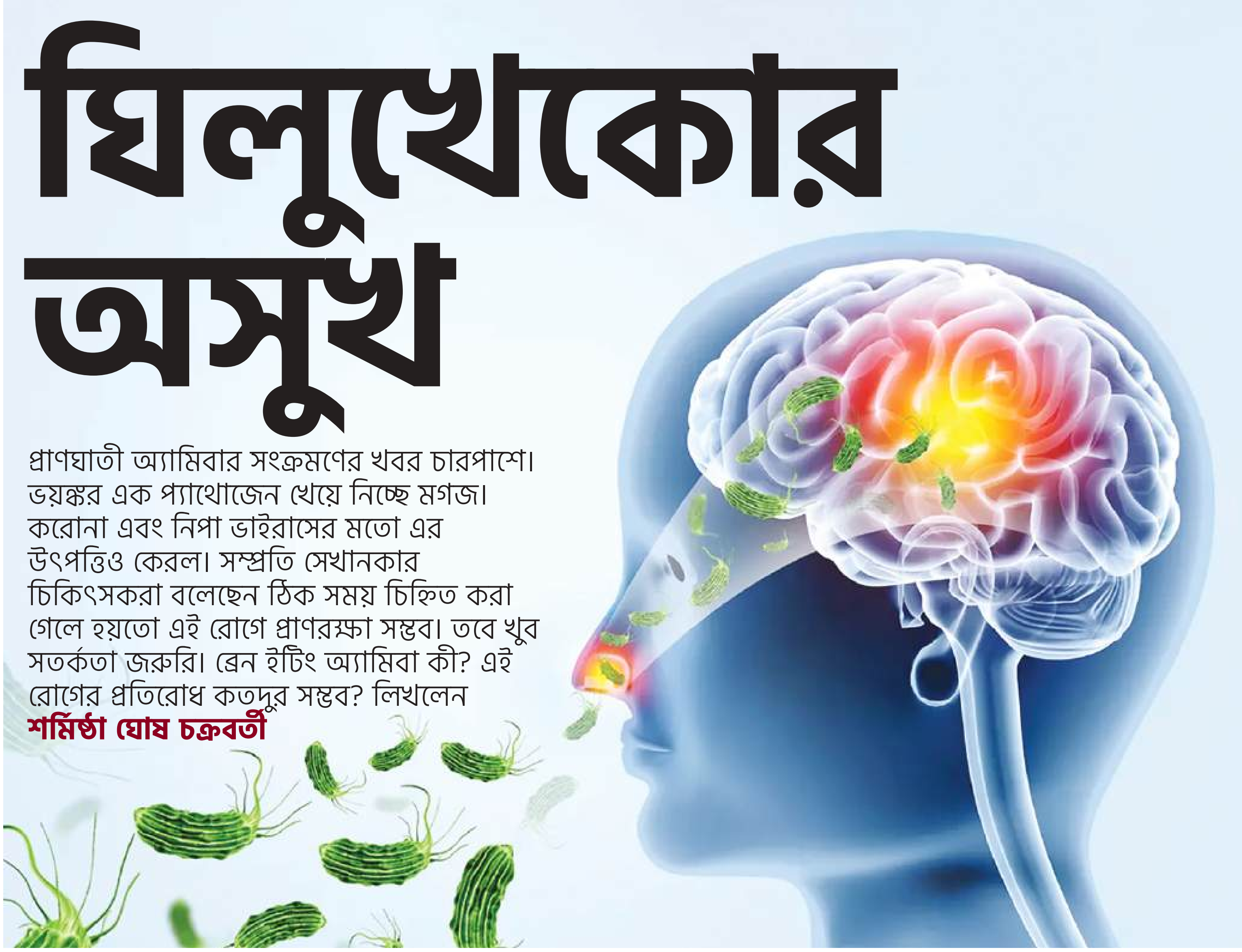

প্রাণঘাতী অ্যামিবার সংক্রমণের খবর চারপাশে। ভয়ঙ্কর এক প্যাথোজেন খেয়ে নিচ্ছে মগজ। করোনা এবং নিপা ভাইরাসের মতো এর উৎপত্তিও কেরল। সম্প্রতি সেখানকার চিকিৎসকরা বলেছেন ঠিক সময় চিহ্নিত করা গেলে হয়তো এই রোগে প্রাণরক্ষা সম্ভব। তবে খুব সতর্কতা জরুরি। ব্রেন ইটিং অ্যামিবা কী? এই রোগের প্রতিরোধ কতদুর সম্ভব? লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

কিছুদিন আগেই কেরলে ন'বছরের এক নাবালিকার মৃত্যু হল। প্রবল জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় মেয়েটি। পরবর্তীতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং মেয়েটির মৃত্যু হয়। চিকিৎসকেরা বলছেন মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে প্রাইমারি অ্যামিবিক মেনিনগো এনসেফেলাইটিস (PAM)-এর কারণে। সোজা কথায় মেয়েটির মাথার ঘিলু খেয়ে ফেলে ফেলেছে একধরনের অ্যামিবা। মাথার ভিতরে ঢুকে এই অ্যামিবা নাকি কুরে কুরে খায় মস্তিষ্ককে! মস্তিষ্কের এক বিরল সংক্রমণ দ্রুত ডায়াগনোসিস না হলেই বিপদ। সম্পূর্ণ নার্ভাস সিস্টেমেই প্রভাব ফেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সংক্রমণে মৃত্যু হচ্ছে এমনটাই খবর। সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী কেরলে ওই একই রোগে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও অনেকেই। এখনও পর্যন্ত ১৯ জন মৃত, ৭২ জন আক্রান্ত। আক্রান্তের মধ্যে রয়েছে তিন মাসের শিশুও। কেরলের স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বলা হয়েছে তিন মাসের শিশুটি কী ভাবে এই বিরল রোগে আক্রান্ত হল, তা এখনও জানা যায়নি। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা মনে করছেন নোংরা পুকুর, কুয়ো, জলাশয় ইত্যাদি থেকে এই রোগের সংক্রমণের প্রবল সম্ভাবনা। তবে শুধু যে জল থেকেই সংক্রমণ ছড়ায়, এমনটা নয়। ওই অ্যামিবা ধুলো কিংবা মাটিতেও থাকে। গতবছরেও কেরলে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছিল একাধিক। গোটা বিশ্বে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা কম নয়। বিগত বছরে কলকাততেও এই রোগে আক্রান্তের কথা শোনা গিয়েছিল। এ বছরও আবার ভালমতো শোনা যাচ্ছে ব্রেন ইটিং অ্যামিবার কথা।

কী এই অ্যামিবা

অ্যামিবা হল একধরনের এককোষী প্রাণী। মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবাটিও তাই। এর আসল নাম নেগেলেরিয়া ফাউলেরি (Naegleria fowleri) এছাড়া আরও একটি অ্যামিবা হয় যাকে বলে আকান্থামোয়বা (Acanthamoeba)। খালি চোখ নয়, রীতিমতো মাইক্রোস্কোপ দিয়েও এদের দেখতে হয়, তাও বেশ দুঃসাধ্য। এই প্রাণীদের পৃথিবীর আদি প্রাণী বলেও মনে করেন বিজ্ঞানীরা। এই দুই জীবাণুই উষ্ণ জলে বেঁচে থাকা মুক্তজীবী জীবাণু। যারা সুযোগ পেলে মানুষের মস্তিষ্কে মারাত্মক সংক্রমণ ঘটাতে পারে। তাই একে মস্তিষ্কখেকো বা ঘিলুখেকো যঅ্যামিবা বলা হয়। মস্তিষ্কের বাইরে মেনিনজেস নামে একটি পর্দা থাকে। এই পর্দা বা আবরণকে ক্ষয়িয়ে দেয় এই অ্যামিবা। এর ফলে রোগী মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়। এই সংক্রমণে আক্রান্ত হলে, ব্রেন টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফুলে যায় ব্রেন। চিকিৎসা হলেও নিরাময় দুরূহ। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী এই সংক্রমণে মৃত্যুর হার অনেকটাই বেশি। সাধারণত জল বা পরিবেশ থেকে নাক দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। নাক দিয়ে ওই জলের সঙ্গে শরীরে ঢোকার পর প্রোটোজোয়ান নেগেলেরিয়া ফাউলেরি সংক্রমণ ছড়ায়। সারা বিশ্বে এতদিন এই সংক্রমণের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০০। অথচ গত দেড় বছরে শুধু কেরলেই আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ১২০ জন!

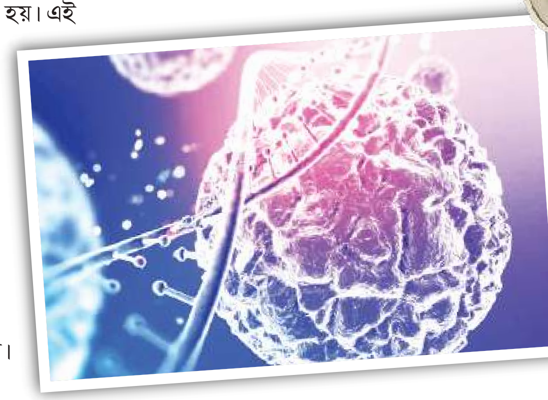

উপসর্গ

এটি বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক সংক্রমণগুলির মধ্যে একটি। সংক্রমণের ১ থেকে ৯ দিনের মধ্যে লক্ষণগুলি দেখা দিতে শুরু করে।

রোগের শুরুটা হয় তীব্র মাথাব্যথা, জ্বর, বমি দিয়ে এরপর দ্রুত স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয় এক্ষেত্রে। এমনকী রোগীর খিঁচুনি হতে পারে। এছাড়া যে উপসর্গ মূলত থাকে সেগুলো হল—

- প্রচণ্ড মাথাব্যথা।
- জ্বর এবং ঠান্ডা লাগা।
- বমি-বমি ভাব বা বমি।
- ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া।
- হালকা সংবেদনশীলতা।
- বিভ্রান্তি বা পরিবর্তিত মানসিক অবস্থা।

- হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া।
- হঠাৎ জ্ঞান হারানো, খিঁচুনি।
- কোমায় চলে যেতে পারে রোগী।

নেগেলেরিয়া সংক্রমণে মৃত্যুর হার ৯০ শতাংশেরও বেশি। আর জীবনহানির আশঙ্কা থাকে। আকান্থামোয়েবার (Acanthamoeba) ক্ষেত্রে অসুখ তুলনামূলকভাবে দীর্ঘমেয়াদি হলেও তাতে মৃত্যুর ঝুঁকি যথেষ্ট।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

যদি চিকিৎসক বুঝতে পারেন কেউ এই রোগে আক্রান্ত তাহলে তাকে স্পাইনাল ট্যাপ করানোর পরামর্শ দিতে পারেন। স্পাইনাল ট্যাপকে লাম্বার পাংকচারও বলে। এটা দেখে বোঝা যায় অর্গানিজমটা আপনার সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডে বাসা বেঁধেছে কি না। এছাড়া ব্রেন বায়োপ্সিও করতে বলতে পারেন। মাথার কলা (টিস্যু) থেকে কোষ সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেও দেখা হয়।

চিকিৎসা

মগজখেকো অ্যামিবা একবার নাক বা মুখ দিয়ে শরীরে ঢুকলে সটান মস্তিষ্কে গিয়ে বাসা বাঁধে। মস্তিষ্কের কোষ ও স্নায়ুর দফারফা করে তবেই ছাড়ে। মস্তিষ্কে প্রদাহ এবং ফোলাভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রায়শই সহায়ক থেরাপির পাশাপাশি অ্যান্টি-অ্যামিবিক ওষুধ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অ্যান্টি-প্যারাসাইটিক এবং অ্যান্টি-ফাঙ্গাল ওষুধ দেওয়া হয়, যা দিলে খিঁচুনি কমে যায়। ওষুধটি অ্যামিবার বিভাজন বন্ধ করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের প্রদাহ বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছলে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধও দেওয়া হতে পারে রোগীকে।

সতর্ক থাকুন

- গ্রীষ্মের মাসগুলিতে যাঁরা জলক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করেন, স্নান করতে বা নিখাদ আনন্দ করতে হ্রদ বা পুকুরে সাঁতার কাটেন তাঁদের খুব সতর্কতা জরুরি। এই অসুখ ছড়াতে পারে সুইমিং পুল, পুকুরের ঘোলা এবং পরিষ্কার জল দুটো থেকেই।
- পুজোর সময় বেড়াতে গিয়ে অনেকেই সুইমিং পুলে স্নান করেন। বিভিন্ন রিসর্টে এখন স্নানের ব্যবস্থা থাকে। সেই জলে নিয়মিত ক্লোরিন ব্যবহার করে সংক্রমণ মুক্ত করা হয় কি না খোঁজ নিন।
- যাঁরা নাক দিয়ে জল টেনে নাক পরিষ্কার করেন, তাঁরা সতর্ক থাকুন। আপনার বাড়ির জলের উৎস নিয়ে সতর্ক থাকা জরুরি।
- সাঁতার কাটার সময় বা জলে ডুব দেওয়ার সময় এক ধরনের নোজক্লিপ ব্যবহার করুন এতে নাক দিয়ে জল প্রবেশ আটকানো যেতে পারে। মস্তিষ্কের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে পারেন।
- এই রোগের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল সময়মতো রোগ চিহ্নিত করা। এর উপসর্গ ভাইরাল মেনিনজাইটিসের মতো হওয়ায় প্রায়ই রোগ শনাক্তকরণে ভুল হয়। এই অসুখের চিকিৎসা খুব জটিল। নির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা পদ্ধতি নেই ফলে আগেভাগে সতর্ক থাকাই সবচেয়ে জরুরি।
- উষ্ণ মিষ্টি জলে সাঁতার কাটার পর অথবা অপরিশোধিত জল ব্যবহারের পর এই লক্ষণগুলির কোনও একটি দেখা গেলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাঠে ময়দানে
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
24 September, 2025 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

প্রো ভলিবল লিগে দল কিনলেন কে এল রাহুল

চেনা ছন্দে শাহিন, সুপার ফোরে জিতল পাকিস্তান

আবুধাবি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শ্রীলঙ্কাকে ৫ উইকেটে হারিয়ে সুপার ফোরে প্রথম জিতল পাকিস্তান। সিংহলিদের ১৩৩/৮-কে তাড়া করে দুই ওভার বাকি থাকতেই জয়ের রান তুলে নেন সলমন আঘারা। টানা দুই হারে ফাইনালের দৌড় থেকে প্রায় ছিটকে গিয়েছে শ্রীলঙ্কা। এদিকে এই জয়ে পরের ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল পাকিস্তানের জন্য।

একসময় ১২ রানে পাকিস্তান যখন চার উইকেট হারিয়ে বসল, অনেকেই নড়েচড়ে বসলেন। লো স্কোরিং ম্যাচ বিপজ্জনক হয়। আপনি ভাবলেন এক, হল আর এক! বিনা উইকেটে ৪৫ তুলে দিয়েছিলেন দুই পাক ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান (২৪) ও ফখর জামান (১৭)। মিস্ট্রি স্পিনার থিকসানা দু'জনকে তুলে নেওয়ার পর চমক দেন ওয়েনিন্দু হাসরাঙ্গাও। তিনি ফিরিয়ে দেন সাইম আয়ুব (২) ও সলমন আঘাকে (৫)।

এরপর আবার হুসেন তালাত (৩২ নট আউট) ও মহম্মদ হ্যারিসের (১৩) জুটি যখন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, তখন এক নম্বর সিমার দুষ্মন্ত চামিরাকে নিয়ে আসেন আসালঙ্কা। তিনি প্রথম বলেই বোল্ড করে দেন রউফকে। কিন্তু তালাত ও নওয়াজ (৩৮নট আউট) ম্যাচ নিয়ে যান।

এর আগে শ্রীলঙ্কার টপ অর্ডার যেভাবে ভেঙে পড়েছিল তাতে মনে হতে পারে জায়েদ স্টেডিয়ামে বুঝি বোলাররা প্রচুর সুবিধা পেয়েছেন। আসলে সেটা নয়। ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি ছিল এই উইকেট। কিন্তু পাকিস্তান শ্রীলঙ্কাকে আগে ব্যাট করতে দেওয়ার পর লাগাতার উইকেট পড়ল। একমাত্র কামিন্দু মেন্ডিস ৫০ রান করে গেলেন।

শাহিন আফ্রিদি ও হ্যারিস রউফ শুরুতে যে ধাক্কা দেন

আবুধাবিতে তিন উইকেট শাহিনের।

সেটা থেকে শ্রীলঙ্কা আর বেরোতেই পারেনি। আফ্রিদি পরপর ফিরিয়ে দেন পাথুম নিশঙ্কা (৮) ও কুশল মেন্ডিসকে (০)। রউফ ড্রেসিংরুমের রাস্তা দেখিয়ে দেন তিনে নামা কুশল পেরেরাকে (০)। ১ রানে প্রথম উইকেট হারানোর পর সিংহলিদের দ্বিতীয় উইকেট পড়েছে ১৮ রানে। এরপর ছোট্ট পার্টনারশিপ ২৫ রানের। তারপর টানা উইকেট পড়ে যায়।

সিংহলিরা শেষপর্যন্ত ১৩৩/৮ করেছে। পুরো কৃতিত্ব দিতে হবে কামিন্দু মেন্ডিসকে। চাপের মুখে এক দিক তিনি ধরে রেখেছিলেন বলেই রান একশো পেরিয়েছে। মেন্ডিস অবশ্য ৪৩ বলে হাফ সেঞ্চুরি করার পরই আফ্রিদির ইন ডিপারে এলবি হয়ে যান। দুর্দান্ত ইয়র্কার সোজা এসে তাঁর প্যাডে লেগেছে। আফ্রিদি ২৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। দুটি উইকেট রউফ ও তালাতের।

কোচিতে ফিফা ফ্রেন্ডলি

মেসিদের সামনে হয়তো অস্ট্রেলিয়া

কোচি, ২৩ সেপ্টেম্বর : লিওনেল মেসির নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা দল নভেম্বরেই কেরলে আসছে ফিফা আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি খেলতে। ইতিমধ্যেই আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের এক কর্তা কোচির হোটেল পরিদর্শন করে গিয়েছেন। পাশাপাশি ভেনু নিরাপত্তা-ব্যবস্থার সম্ভাব্য রূপরেখা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে স্থানীয় প্রশাসনের দাবি। মঙ্গলবার কেরলের ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আবদুরহিমান আবারও আর্জেন্টিনার ভারত সফর নিশ্চিত করলেন। এদিন মেসিদের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষও জানা গিয়েছে। সব কিছু ঠিক থাকলে আর্জেন্টিনা কোচিতে ম্যাচটি খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। নভেম্বরের ১০ থেকে ১৮ তারিখের ফিফা উইন্ডোয় ম্যাচ হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, আর্জেন্টিনা দলের সাপোর্ট স্টাফের এক সদস্য বুধবার কোচিতে আসছেন ভেনু পরিদর্শন করতে। জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে খেলা হবে। মূল স্টেডিয়ামের পাশাপাশি অনুশীলনের মাঠ ও অনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা খতিয়ে দেখবেন তিনি। গত মাসেই আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন (এএফএ) তাদের 'এক্স' হ্যান্ডলে লেখে, পূর্ণশক্তির আর্জেন্টিনা দল ৬-১৪ অক্টোবরের উইন্ডোয় আমেরিকায় ম্যাচ খেলবে। নভেম্বরের ফ্রেন্ডলি ১০ ও ১৮ তারিখের মধ্যে। লুয়ান্ডা, অ্যাঙ্গোলা এবং কেরলে (ভারত) হবে ম্যাচ। ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে মেসিদের ম্যাচ ঘিরে প্রবল উৎসাহ। স্পনসরশিপের কারণে ম্যাচ ঘিরে অগাস্টের শুরুতে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও পরে তা অনেকটাই কেটে যায় এএফএ-র বিবৃতিতে।

সেরা মুহূর্ত, ব্যালন জিতে দাবি ডেম্বেলের

প্যারিস, ২৩ সেপ্টেম্বর : লামিনে ইয়ামালকে টেক্কা দিয়ে ব্যালন ডি অর পুরস্কার জিতলেন উসমান ডেম্বেলে। আর প্রথমবার ব্যালন জিতে আবেগে ভেসে গেলেন ফরাসি উইঙ্গার। পূর্বসূরি করিম বেঞ্জেমার স্মৃতি উসকে দিয়ে ডেম্বেলের বক্তব্য, এটা আসলে মানুষের ব্যালন ডি অর।

গত মরশুমে পিএসজির হয়ে সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে ৫৩ ম্যাচে ৩৫ গোল করেছেন ডেম্বেলে। প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে পিএসজি। টুর্নামেন্টে ৮ গোল করে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন ডেম্বেলে। ক্লাবকে ত্রিমুকুটও জিতিয়েছে। এহেন পারফরমেন্সের পর ব্যালন ডি অর ট্রফি প্রাপ্য ছিল ফরাসি তারকার।

পুরস্কার হাতে ডেম্বেলে।

ট্রফি হাতে নিয়ে আবেগে কেঁদে ফেলেন ডেম্বেলে। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলেন, আমি চোখের জল আটকাতে পারছি না। আমার কেরিয়ারের সেরা অর্জন এই ট্রফি। এটা আমার মায়েরও। পিএসজিকে ধন্যবাদ দিতে চাই ২০২৩ সালে আমাকে সই করানোর জন্য। সতীর্থদেরও ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য। ওদের সাহায্য ছাড়া এই ট্রফি জিততে পারতাম না। এটা কোনও ব্যক্তিগত পুরস্কার নয়। আমরা সবাই মিলে এই ট্রফি অর্জন করেছি। এদিকে, এই নিয়ে টানা তৃতীয় বছর মেয়েদের ব্যালন ডি অর পুরস্কার জিতেছেন স্পেনের আইতানা বোনমাতি। লেভ ইয়াসিন ট্রফি জিতেছেন ইতালির গোলকিপার জিয়ানলুইজি ডোন্নারুম্মা। সেরা কোচের সম্মান পেয়েছেন পিএসজির কোচ লুইস এনরিকে। বর্ষসেরা ক্লাবের পুরস্কার পেয়েছে পিএসজি।

শিল্ড নিয়ে বাড়ল জট

প্রতিবেদন : চার বছর পর ঐতিহ্যের শিল্ড আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইএফএ। ৮-১৮ অক্টোবর টুর্নামেন্ট। কিন্তু মোহনবাগানের খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা তো রয়েছেই, শিল্ডে ডায়মন্ড হারবার এফসি ও মহামেডানের খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আগে থেকে পরিকল্পনা না করে হঠাৎ করে শিল্ড করার সিদ্ধান্ত! ফলে দলগুলো নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। ডায়মন্ড হারবার ও মহামেডান তাদের ফুটবলারদের ছুটি দিয়েছে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত। শিল্ড শুরু ৮ অক্টোবর। তার আগে ফুটবলারদের শহরে ফেরাতে হলে পুরনো টিকিট বাতিল করে তা নতুন করে কাটার ঝক্কি রয়েছে। বুধবার আইএফএ-কে সিদ্ধান্ত জানানোর শেষ দিন। ডায়মন্ড হারবারের সহসভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, আমরা আইএফএ-কে এখনও সিদ্ধান্ত জানাতে পারিনি। তবে এত কম সময়ের মধ্যে ফুটবলারদের ছুটি বাতিল করে শহরে আনার সমস্যা সামলে টুর্নামেন্ট খেলা কঠিন। এদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ময়দান জলমগ্ন থাকায় মঙ্গলবার মোহনবাগানের অনুশীলন বাতিল হয়। ইস্টবেঙ্গলের লিগ জয়ের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানও স্থগিত রাখা হয়।

বিদেশি নীতি নিয়ে প্রতিবাদ বাগানের

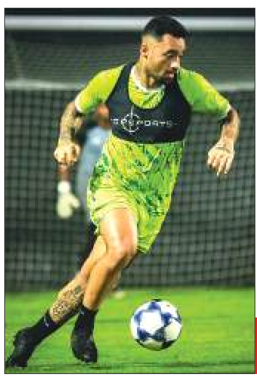

রবসনের প্রস্তুতি। ফাইল ছবি।

সুপার কাপ

প্রতিবেদন : সুপার কাপ শুরুর আগেই ফেডারেশনের সঙ্গে লেগে গেল মোহনবাগানের। টুর্নামেন্টে ছয় বিদেশি খেলানোর নিয়ম জানিয়ে মঙ্গলবার অংশগ্রহণকারী ১৬টি দলকে চিঠি পাঠিয়েছে এআইএফএফ। সেখানে লেখা হয়েছে, সুপার কাপে ছয় বিদেশি খেলানো যাবে। ছয় বিদেশি ফুটবলার রেজিস্ট্রেশন করিয়ে ছ'জনকেই খেলানোর কথা দলগুলোকে জানানো হয়েছে। চিঠি পাওয়ামাত্রই কল্যাণ চৌবেদের 'বিদেশি-নীতি'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র পাল্টা মেল করে পাঠিয়ে দিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট।

এআইএফএফ সভাপতিকে পাঠানো চিঠিতে মোহনবাগান লিখেছে, অনেক আগেই ফেডারেশনকে চিঠি দিয়েছিলাম, বিদেশি ফুটবলার কমানোর পক্ষে আমরা। কারণ, স্বদেশি ফুটবলার উঠছে না। আমাদের অবস্থান একই রয়েছে। ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে চার বিদেশি খেলানোর নিয়ম যেমন আইএসএলে রয়েছে, সেটাই থাকুক সুপার কাপে। ফেডারেশন সভাপতির চেয়ারে বসে গত কয়েক বছরে নানা দুর্নীতির পান্ডা কল্যাণ। অচলাবস্থা তৈরি করে ভারতীয় ফুটবলকে বেকায়দায় ফেলেছেন। শুরুতে ক্ষমতায় এসে বড়মুখ করে ফেডারেশন সভাপতি বলেছিলেন, ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে বিদেশি কমাবেন। এখন নিজের সিদ্ধান্তের উল্টোপথে হেঁটে সুপার কাপে বেশি বিদেশি খেলাতে চাইছেন। এরই প্রতিবাদ মোহনবাগানের। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টের সময় হবে সুপার কাপের ড্র।

অ্যাসেজে নেতা স্টোকসই

লন্ডন, ২৩ সেপ্টেম্বর : অ্যাসেজ সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করল ইংল্যান্ড। প্রত্যাশামাফিক অধিনায়ক বেন স্টোকস। সহ-অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। চোট সরিয়ে ১৬ জনের দলে রয়েছেন পেসার মার্ক উডও। তবে বাদ পড়েছেন আরেক অভিজ্ঞ জোরে বোলার ক্রিস ওকস।

প্রসঙ্গত, স্টোকস কাঁধের চোটের কারণে ভারতের বিরুদ্ধে শেষ সিরিজের শেষ টেস্ট খেলতে পারেননি। অন্যদিকে, উডও চোটে ভুগছিলেন। এবারের অ্যাসেজ হবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। সিরিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচে পারথে। যা শুরু হবে ২১ নভেম্বর থেকে।

ইমরানের 'টোটকা', দায়িত্ব চান শোয়েব

দুবাই, ২৩ সেপ্টেম্বর : মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে ভারতের কাছে দু-বার পর্যুদস্ত হয়েছে পাকিস্তান। বাইশ গজে দু-দেশের সাম্প্রতিক সাক্ষাতের রেকর্ড বলছে, এই ম্যাচে ভারতের জয় এবং পাকিস্তানের হারটাই ভবিতব্য। এমনই পরিস্থিতিতে পাক ক্রিকেটে ডামাডোল তুঙ্গে। দেশের ক্রিকেটকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরান খান। কাপ্তানের 'দাওয়াই', পাকিস্তানের হয়ে ব্যাট হাতে মাঠে নামুক সেনাপ্রধান আসিম মুনির আর পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। একমাত্র তাহলেই ভারতকে হারাতে পারবে পাকিস্তান। অন্যদিকে, প্রাক্তন পাক ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার চান জাতীয় দলের কোচ হতে। একাধিক মামলায় জেলবন্দি ইমরান। সোমবার প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী তথা কিংবদন্তি ক্রিকেটারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁর বোন আলিমা খান। পরে সংবাদমাধ্যমের সামনে আলিমা বলেন, ইমরান বলেছে, ভারতকে হারাতে গেলে পাকিস্তানের সামনে একটাই পথ রয়েছে, সেটা হল মুনির আর নাকভি একসঙ্গে ওপেন করুক। তবে সেটাও যথেষ্ট নয়। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কাজি ইসা এবং প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার সিকান্দার রাজাকে ম্যাচের আম্পায়ার হতে হবে। তৃতীয় আম্পায়ার হবেন ইসলামাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সরফরাজ ডোগার।

শোয়েবের দাবি, তাঁকে পাকিস্তানের কোচ করা উচিত। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের বক্তব্য, আমি জাতীয় দলের কোচ হতে চাই। কিন্তু পিসিবি আমাকে কখনও এই দায়িত্ব দেবে বলে মনে হয় না। বলছি না, আমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দাও। সব ঠিক করে দেব, এমনটাও নয়। আমি দলগত কাজে বিশ্বাসী। ২০ সদস্যের একটা নির্বাচন কমিটি তৈরি করতে চাই। আমি তাদের পরামর্শ দেব। আমি দেশের ক্রিকেটের উন্নতিতে সঠিক কাজই করব।

দুবাইয়ের ইন্টারন্যাশনাল টি-২০ লিগে সর্বোচ্চ ১ কোটি ৬ লাখ লাখ টাকা বেস প্রাইস রাখলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন

বিশ্রামেই বুমরা? আজ ফিরতে পারেন অর্শদীপ

অর্শদীপ আজ খেলতে পারেন। বুমরা কি তবে বিশ্রামে?

দুবাই, ২৩ সেপ্টেম্বর : বুধবার দুবাই ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সুপার ফোরের ম্যাচে যে দুটি দল মুখোমুখি হচ্ছে, তারা আগের ম্যাচে জিতেছে। কিন্তু তারপরও ভারতকেই অনেক এগিয়ে রাখতে হচ্ছে। যেহেতু এশিয়া কাপে সূর্যের দলকে অপ্রতিরোধ্য লাগছে।

বাংলাদেশ সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে শেষ ওভারে হারিয়েছে। ভারত অবশ্য পাকিস্তানকে দাঁড়াতেই দেয়নি। আজ বাংলাদেশকে হারাতে পারলে সূর্যরা ফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করে ফেলবেন। আর এরকম কিছু হতে পারে সেটা প্রথম থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছিল। এখন এটা দেখার যে সূর্যেরা ফাইনালে উঠলে তাঁদের প্রতিপক্ষ কে হয়।

কোচ গম্ভীরের জন্য একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে টিম কম্বিনেশন নিয়ে। জনা দুয়েক ক্রিকেটারের নাম আসছে যারা বাংলাদেশ ম্যাচে বাদ পড়তে পারেন। বুমরাকে অবশ্য এখন বেছে বেছে ম্যাচ খেলতে হয়। ফলে এই ম্যাচে তাঁকে বাদ অথবা বিশ্রাম দেওয়ার কথা উঠছে। বুমরা এশিয়া কাপে একদমই প্রভাব ফেলতে পারছেন না। পাকিস্তান ম্যাচে ৪ ওভারে ৪৫ রান দিয়ে কোনও উইকেট পাননি। ফলে তাঁর জায়গায় অর্শদীপ সিংকে খেলানোর দাবি উঠেছে। তিনি ওমান ম্যাচে শুধু ভাল বল করেননি, একমাত্র ভারতীয় হিসাবে টি ২০ ক্রিকেটে ৬৪ ম্যাচে ১০০ উইকেট নিয়েছেন।

সঞ্জু স্যামসনকে বাদ দিয়ে জিতেশ শর্মাকে খেলানোর কথাও ভাবা হচ্ছিল। সঞ্জু এই টুর্নামেন্টে একদম ছন্দে নেই। পাকিস্তান ম্যাচে রান তাড়া করার সময় তিনি ১৭ বলে ১৩ রান করেছেন। ওমান ম্যাচে অবশ্য তিনে নেমে ৪৪ বলে ৫৬ রান করেছেন। কিন্তু সেটা সঞ্জু-সুলভ হয়নি। কোথায় যেন ব্যাটিংয়ে তাল কেটে গিয়েছে। তবে একটা জিনিস সঞ্জুর দিকে যেতে পারে। কোচ গম্ভীর দল নিয়ে খুব বেশি নাড়াচাড়া পছন্দ করেন না। এশিয়া কাপের শেষলগ্নে তিনি এক দল ধরে রাখবেন বলেই খবর।

বাংলাদেশ ম্যাচের আগে ভারতীয় ড্রেসিংরুমের একমাত্র মাথাব্যথা হল ফিল্ডিং। আগের ম্যাচে গোটা তিনেক ক্যাচ পড়েছে। সূর্য বলেছেন তাঁরা এদিকে নজর দেবেন। কতটা উন্নতি হল সেটা কিন্তু সময় বলবে।

শচীন-পুত্রের বলে আউট দ্রাবিড়-পুত্র

বেঙ্গালুরু : একটা সময় দেশের জার্সিতে দুজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন। সেই শচীন তেন্ডুলকর ও রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে এবার মুখোমুখি হলেন কর্নাটকের কে থিন্নাপিয়া স্মৃতি টুর্নামেন্টে। আর ম্যাচে অর্জুন তেন্ডুলকরের বলে আউট হলেন সমিত দ্রাবিড়! এই টুর্নামেন্টে কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থার হয়ে খেলেছেন সমিত। অন্যদিকে, অর্জুন মাঠে নেমেছিলেন গোয়া ক্রিকেট সংস্থার হয়ে। আগে ব্যাট করতে নেমেছিল কর্নাটক। সমিত মাত্র ৯ রান করে অর্জুনের বলে আউট হন। প্রসঙ্গত, বছরখানেক হল মুম্বই ছেড়ে গোয়ার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলছেন অর্জুন। এদিকে, দ্রাবিড়-পুত্র সমিত রাজ্যস্তরের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে কর্নাটকের হয়ে খেললেও এখনও পর্যন্ত কর্নাটকের সিনিয়র দলে ডাক পাননি।

মানবের পাঁচ

লখনউ : ভারত এ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টের প্রথম দিনে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৫০ রান তুলেছে অস্ট্রেলিয়া এ দল। ৯৩ রানে ৫ উইকেট নেন ভারত এ দলের বাঁহাতি স্পিনার মানব সুতার। একটি করে উইকেটে নেন মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিধ কৃষ্ণ। অস্ট্রেলিয়া এ দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৮৮ রান করেন জ্যাক এডওয়ার্ডস। এছাড়া অধিনায়ক নাথান ম্যাকসুইনি ৭৪ রান করে আউট হন। প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি হাঁকানো স্যাম কনস্টাসের অবদান ৪৯ রান।

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ

'এ' দল ছাড়লেও টেস্ট-অঙ্কে শ্রেয়স

মুম্বই, ২৩ সেপ্টেম্বর : ফের 'বিতর্কের' কেন্দ্রে শ্রেয়স আইয়ার। অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে ভারতীয় শিবির ছেড়ে মুম্বই ফিরে গিয়েছেন ভারতের তারকা ব্যাটার। দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ধ্রুব জুরেল। প্রথম বেসরকারি টেস্ট তিনি খেলেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে শ্রেয়স কেন নিজেকে সরিয়ে নিলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। টিম ম্যানেজমেন্ট কোনও কারণ দেখায়নি। ভারতীয় তারকার আচমকা দল ছাড়ার কারণ ব্যক্তিগত বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে বোর্ডের এক কর্তা মঙ্গলবার একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের জন্য শ্রেয়সের নাম অবশ্যই বিবেচিত হবে।

শ্রেয়সের ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে খবর, ভারতীয় ওয়ান ডে দলের মিডল অর্ডার ব্যাটার নির্বাচকদের জানিয়েছেন, তিনি দেশের হয়ে টেস্ট খেলতে আগ্রহী। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে চান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বোর্ড কর্তা বলছেন, শ্রেয়স একটু বিরতি নিয়েছে। নির্বাচকদের জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চারদিনের ম্যাচ খেলা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে নির্বাচকরা যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল বাছতে বসবেন তখন ভারতীয় দলের টপ ও মিডল অর্ডারের জন্য শ্রেয়সের নাম অবশ্যই বিবেচনা করা হবে।

বছরের শুরুতে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন শ্রেয়স। টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। এর পরও ইংল্যান্ড সফরে টেস্ট দলে জায়গা হয়নি তাঁর। এশিয়া কাপে টি ২০ দলেও থেকেছেন ব্রাত্য। শ্রেয়স নিজে তিন ফরম্যাটেই জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পরিশ্রম করছেন। লড়াই ছাড়ছেন না শ্রেয়স। ২ অক্টোবর দেশের মাঠে শুরু ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজ। দিন দুয়েকের মধ্যেই টেস্ট দল ঘোষণা।

আম্পায়ার বার্ড প্রয়াত

লন্ডন, ২৩ সেপ্টেম্বর : চিরঘুমের দেশে ডিকি বার্ড। মঙ্গলবার কিংবদন্তি আম্পায়ারের প্রয়াণের খবর জানিয়েছে ইয়র্কশায়ার কাউন্টি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২। ১৯৯৬ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন তিনি।

ডিকি বার্ড ৬৬টি টেস্টের পাশাপাশি ৭৬টি একদিনের ম্যাচে আম্পায়ারিং করেছেন। তিনি যখন অবসর নেন, তখন দুটোই ছিল বিশ্বরেকর্ড। একটা সময় চুটিয়ে ক্রিকেটও খেলেছেন ডিকি বার্ড। তিনি ছিলেন জিওফ বয়কটের সতীর্থ। ইয়র্কশায়ারের হয়ে ৯৩টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে দুটি সেঞ্চুরি করেছিলেন। তবে ইংল্যান্ড দলে খেলার সুযোগ পাননি। নিজের সময়ে বিশ্বের অন্যতম সেরা আম্পায়ার ছিলেন ডিকি বার্ড। ক্রিকেটারদের সঙ্গেও ছিল দারুণ সম্পর্ক। সবার সঙ্গে বন্ধুর মতোই মিশতেন। কোনও প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়াই নিখুঁত সিদ্ধান্ত নিতেন বলে সবার শ্রদ্ধা আদায় করে নিতেন। সর্বকালের সেরা আম্পায়ারদের অন্যতম এবং প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেললেও, ছোটবেলায় ডিকি বার্ডের প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। স্বপ্ন দেখতেন, পেশাদার ফুটবলার হওয়ার। কিন্তু চোটের জন্য তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। ডিকি বার্ডের প্রয়াণে গভীর শোকের আবহে ভেসেছে ক্রিকেট মহল। শোকপ্রকাশ করেছে আইসিসি ও ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডও। শোকপ্রকাশ করে সুনীল গাভাসকর বলেছেন, অত্যন্ত দুঃখের খবর। আমি ডিকির সঙ্গে প্রথম শ্রেনির ক্রিকেট খেলেছি। আবার ওর পরিচালনায় অনেক আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছি। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল ওর।

সব দলই ভারতকে হারাতে পারে : সিমন্স

দুবাই, ২৩ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামার ২৪ ঘণ্টা আগে রীতিমতো ফুটছেন ফিল সিমন্স। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে বাংলাদেশ কোচের হুঙ্কার, সব দলই ভারতকে হারাতে পারে! আমাদেরও সেই ক্ষমতা আছে। খেলাটা হয় নির্দিষ্ট একটা দিনে। ভারত আগে কী করেছে, সেটা তখন কাজে লাগে না। ম্যাচের দিন, ওই সাড়ে তিন ঘণ্টা কী হল, সেটাই আসল। আমরা নিজেদের সেরাটা দেব এবং ভারতের ভুলের অপেক্ষায় থাকব। এটাই হল ম্যাচ জেতার উপায়।

সিমন্স আরও বলেন, বিপক্ষকে হারানোর বিশ্বাস থাকতে হবে। সেই আত্মবিশ্বাস আমাদের আছে। আসল কথা, সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। তাহলেই ভারতকে হারানো সম্ভব। আমি ক্রিকেটারদের বলেছি, মাঠে নেমে নিজের খেলা উপভোগ কর। তাঁর সংযোজন, আমরা শুধু শ্রীলঙ্কা ম্যাচ জিততে এখানে আসিনি। চ্যাম্পিয়ন হতে এসেছি। তবে পরপর দুটো ম্যাচ (বুধবার ভারত ও বৃহস্পতিবার পাকিস্তান) খেলতে হবে! এটা বিরক্তিকর। তবে আমরা তার জন্য তৈরি। এদিকে, বুধবার নেটে ব্যাট করার সময় পাঁজরে চোট পেলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। ফলে ভারত ম্যাচে তিনি অনিশ্চিত।

দোটানায় অশ্বিন

নয়াদিল্লি : আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর এবার বিদেশি লিগে খেলতে কোনও বাধা নেই রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ইন্টারন্যাশনাল টি ২০ লিগে খেলার জন্য নিলামে নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন অশ্বিন।

বিগ ব্যাশের অন্তত চারটি দল অশ্বিনকে পেতে আগ্রহী। তবে সমস্যা হল, প্রায় একই সময়ে চলবে এই দুটি টি ২০ ক্রিকেট লিগ। যেমন ২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে আমিরশাহির লিগ। চলবে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। অন্যদিকে, বিগ ব্যাশ শুরু হবে ১৪ ডিসেম্বর থেকে। চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। ফলে বিশ্বের দুই প্রান্তের দুই লিগে একই সময়ে অশ্বিন কীভাবে খেলবেন, সেটাই বড় প্রশ্ন। এদিকে, ৭ থেকে ৯ নভেম্বর হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে খেলবেন অশ্বিন।

যাঁরা লিখলেন

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব
সংখ্যা ১৪৩২

মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা

বিশেষ কলাম
» মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
» অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ
» শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
» অরূপ বিশ্বাস
» ফিরহাদ হাকিম
» ব্রাত্য বসু
» শশী পাঁজা
» পার্থ ভৌমিক
» গৌতম দেব
» বীরবাহা হাঁসদা
» সুস্মিতা দেব
» পূর্ণেন্দু বসু
» সামিরুল ইসলাম
» ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
» তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য
» অভিরূপ সরকার
» কৃষ্ণকুমার দাস
» কিংশুক প্রামাণিক

বিশেষ রচনা
» প্রচেত গুপ্ত
» অশোক মজুমদার
» সৌম্য সিংহ
» প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
» তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশচরক
» অর্ণব সাহা
» মৃত্যুঞ্জয় পাল
» তুষার শীল

শব্দবাংলা
» শুভজ্যোতি রায়

রম্যরচনা
» উল্লাস মল্লিক

উপন্যাস
» রূপক সাহা
» দেবারতি মুখোপাধ্যায়

শিশু-কিশোর
» প্রদীপ আচার্য
» অংশুমান চক্রবর্তী
» দেবাশিস পাঠক
» নন্দিনী নাগ

কবিতা
» সুবোধ সরকার
» ইন্দ্রনীল সেন
» সুদীপ রাহা
» সুব্রতা ঘোষ রায়
» তিলোত্তমা বসু
» অনিতা বসু
» অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী
» অরিজিৎ চক্রবর্তী
» প্রবীর ঘোষ রায়
» চিরঞ্জিৎ সাহা
» দেবাশিস চন্দ
» শিবনাথ দাস
» সমুদ্র বসু
» সুস্মেলী দত্ত
» অনুরাধা ঘোষ
» শুক্লা গাঙ্গুলি
» বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
» গোলাম রসুল
» দেবাশিস তেওয়ারী
» ফারুক আহমেদ

ভ্রমণ
» হেমন্তিকা কর
» অয়ন চক্রবর্তী
» পৌলমী ভৌমিক
» চৈতালী সিনহা

বিজ্ঞান
» রামকৃষ্ণ দত্ত
» দীপ্র ভট্টাচার্য
» প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী
» তুহিন সাজ্জাদ সেখ

স্বাস্থ্য
» ডাঃ পল্লব বসু
» পৌষালী কুণ্ডু
» পায়েল ঘোষ
» ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
» শীলা রাজবংশী

খাওয়াদাওয়া
» অনির্বাণ ঘোষ
» শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

খেলা
» দেবাশিস দত্ত
» অলোক সরকার
» জিনিয়া রায়চৌধুরী
» অনির্বাণ দাস

গল্প
» শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
» অমর মিত্র
» নবকুমার বসু
» ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
» লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
» ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়
» সুকুমার রুজ
» দীপান্বিতা রায়
» বিতস্তা ঘোষাল
» অতীন জানা
» অমিতাভ সমাজপতি
» প্রীতিকণা পালরায়
» পার্থসারথি গুহ
» দেবযানী বসু কুমার

বিনোদন
» স্টার তৈরি হয় সিঙ্গল স্ক্রিনে : শাশ্বত
আলাপচারিতায় **সন্ময় দে**
» **শঙ্কর ঘোষ**
» পরিচালকের চেয়ে শিবু অভিনেতাই বেশি : নন্দিতা রায়
মুখোমুখি **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**
» অংশুমান চক্রবর্তী

প্রকাশিত হয়েছে
শীঘ্রই সংগ্রহ করুন